রাঁচি, শুক্রবার
17:10:2025
web : www.rashtriyakhabar.com

ঘরে-বাইরে 7 উচ্চ মাধ্যমিকে ২০ বছরের.
ঝারখন্ড 5 জুবিনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে.
সম্পাদকীয় 4 ফিলিস্তিনের বন্ধু থেকে যেভাবে.. । চীনে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে.

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 06 Vol >>014>>30 Ashwin 1432 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৬ অংক >> ০১৪ >> << ৩০শে, আশ্বিন ১৪৩২>>

রাশিয়ার তেল না কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মোদী, বললেন ট্রাম্প

নিউ ইয়র্ক : হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প বুধবার বলেছেন, মোদী তাকে বলেছেন, ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দেবে। এটা খুব বড় পদক্ষেপ। এর ফলে অর্থনৈতিকভাবে রাশিয়াকে কোণঠাসা করা সম্ভব হবে। ট্রাম্প বলেছেন, ''ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনায় আমি অখুশি ছিলাম। এখন তারা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এটা খুব বড় পদক্ষেপ। আমরা চাইব, চীনও একই পথে চলুক।'' প্রধানমন্ত্রী মোদী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে এই ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিনা, তা নিয়ে ওয়াশিংটনের ভারতীয় দূতাবাস কোনো মন্তব্য করেনি। ট্রাম্প বলেছেন, ''ভারত অবিলম্বে সব শিপমেন্ট বন্ধ করতে পারবে না। কারণ, এর মধ্যে একটা পদ্ধতিগত বিষয় আছে। তবে শীঘ্রই এই পদ্ধতি বন্ধ হবে।'' ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ''তেল ও গ্যাস আমদানির ক্ষেত্রে সবসময় দেশ ও ভারতীয়দের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার নীতি নিয়েই চলা হয়।

বাজার দর

SENSEX : 83467.66 +862.23
NIFTY : 25585.30 +261.75

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
26.00 °c	16.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.21 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.46 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 1,18,970 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 1,13,300 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 1,67,000 টাকা./কিলো

পুতিনের সঙ্গে প্রথম বৈঠকে কী কথা হলো আল-শারার

মস্কো : সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে বলেছেন, তিনি মস্কোর সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান। গতকাল বুধবার মস্কোতে পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এ কথা বলেন তিনি। এটি রাশিয়ায় শারার প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর।

সিরিয়ার ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট বাশার আলআসাদের গুরুত্বপূর্ণ মিত্র হিসেবে পরিচিত মস্কো। সিরিয়ার বিদ্রোহীদের অভিযানের মুখে আসাদ সিরিয়া থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর ১০ মাস ধরে রাশিয়ার আশ্রয়ে আছেন।

ক্রেমলিনে পুতিনকে আল-শারা বলেন, 'আমরা এই সম্পর্কের ধরনটাকে নতুন করে গড়ে তোলা ও পুনঃসংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করছি, যেন সিরিয়ার স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক ঐক্য ও অখণ্ডতা এবং স্থিতিশীল নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে।'

আল-শারা একসময় আল-কায়েদার সিরীয় শাখার প্রধান ছিলেন। তখন তিনি আবু মোহাম্মদ আল-জুলানি নামে পরিচিত ছিলেন। সিরিয়ার কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, বাশার আলআসাদকে সিরিয়ার কাছে হস্তান্তরের জন্য মস্কোর কাছে অনুরোধ জানাতে পুতিনের সঙ্গেকার বৈঠকটি কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করেছিলেন শারা।

মস্কোর সঙ্গে করা সব পুরোনো চুক্তি সিরিয়া মেনে চলবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন শারা। তিনি বলেন, 'রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ও যৌথ স্বার্থ আছে। আমরা তাদের সঙ্গে করা সব চুক্তির প্রতি সম্মান রাখি।' আল-শারা এক সময় আল-কায়েদার সিরীয় শাখার প্রধান ছিলেন। তখন তিনি আবু মোহাম্মদ আল-জুলানি নামে পরিচিত ছিলেন। সিরিয়ার কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, বাশার আলআসাদকে সিরিয়ার কাছে হস্তান্তরের জন্য মস্কোর কাছে অনুরোধ জানাতে পুতিনের সঙ্গে বৈঠকটি কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করেছিলেন শারা।

তবে বৈঠকের শুরুতে টেলিভিশনে আল-শারার সংক্ষিপ্ত যে ভাষণটি প্রচার হয়েছে, তাতে স্পর্শকাতর এ কূটনৈতিক বিষয়টির কোনো উল্লেখ ছিল না।

আলশারার প্রশংসা করলেন পুতিন

আল-শারাকে স্বাগত জানিয়ে পুতিন দুই দেশের মধ্যকার কয়েক দশকের 'বিশেষ সম্পর্কের' প্রশংসা করেছেন। রুশ প্রেসিডেন্টের দাবি, মস্কো সব সময় সিরীয় জনগণের স্বার্থকে বিবেচনায় রাখে এবং তাঁর সরকার এই সম্পর্ককে আরও সম্প্রসারিত করতে চায়।

পুতিন সিরিয়ায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচনেরও প্রশংসা করেছেন। বাশার আল-আসাদ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর এটি ছিল দেশটির প্রথম পার্লামেন্ট নির্বাচন। পুতিনের মতে, এই প্রক্রিয়াটি সব রাজনৈতিক শক্তির মধ্যকার সম্পর্ককে দৃঢ় করবে।

শারাকে রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমি মনে করি এটা আপনার জন্য বড় সাফল্য। কারণ, এর মধ্য দিয়ে সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সিরিয়া কঠিন সময়ের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও এটি সিরিয়ার সব রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ককে দৃঢ় করবে।'

আল-শারাকে স্বাগত জানিয়ে পুতিন দুই দেশের মধ্যকার কয়েক দশকের 'বিশেষ সম্পর্কের' প্রশংসা করেছেন। রুশ প্রেসিডেন্টের দাবি, মস্কো সব সময় সিরীয় জনগণের স্বার্থকে বিবেচনায় রাখে এবং তাঁর সরকার এই সম্পর্ককে আরও সম্প্রসারিত করতে চায়। সিরিয়ায় ১৩ বছর ধরে গৃহযুদ্ধ চলাকালে সরকারবিরোধী অবস্থানে থাকা শারাদের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কটা ছিল বিপরীতমুখী। তা সত্ত্বেও সিরিয়ার নতুন শাসকেরা রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাস্তবমুখী অবস্থান নিয়েছেন। অন্যান্য বিদেশি শক্তির মতো রাশিয়ার সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় রাখতে চাইছেন তাঁরা।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন এবং সিরিয়ার বর্তমান সরকারের প্রতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের ক্ষেত্রে দামেস্কের জন্য রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখাটা অত্যন্ত জরুরি।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

জার্মান বুক প্রাইজ জিতলেন সুইজারল্যান্ডের ডরোথি এলমিগার

বার্লিন : ২০২৫ সালে জার্মানির সাহিত্য পুরস্কার জার্মান বুক প্রাইজ জিতেছেন সুইজারল্যান্ডের ডরোথি এলমিগার। 'ডি হল্যান্ডারিনেন' (দ্য ডাচ উইমেন) গ্রন্থ এ স্বীকৃতি এনে দিয়েছে তাকে। জার্মান ভাষায় লেখা সেরা উপন্যাসের জন্য প্রতি বছরই দেয়া হয় জার্মান বুক প্রাইজ।

'ডি হল্যান্ডারিন'-এর জন্য আরো পুরস্কার পেতে পারেন সমকালের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সুইস লেখক হিসেবে পরিচিত ডরোথি এলমিগার। সুইস বুক প্রাইজ এবং জার্মানির বাভারিয়ান বুক প্রাইজ-এর জন্যও মনোনীত হয়েছে 'ডি হল্যান্ডারিনেন'।

পেন্টাগনের নতুন বিধিমালায় স্বাক্ষর না করে সাংবাদিকদের প্রতিবাদ

নিউ ইয়র্ক : পেন্টাগনে প্রবেশের জন্য আরোপ করা নতুন বিধিমালায় স্বাক্ষর করেনি প্রথম সারির বেশ কিছু সংবাদমাধ্যম। যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মরত অন্তত ৩০টি সংবাদমাধ্যম তাতে স্বাক্ষর করেনি বলে জানা গেছে।নিউইয়র্ক টাইমস, এপি, রয়টার্স, এএফপি এবং ফক্স নিউজও রয়েছে সেই তালিকায়।পেন্টাগনের নতুন বিধিমালা প্রত্যাখ্যান করে তারা বলেছে, এটি সংবিধানে সংরক্ষিত বাকস্বাধীনতার অধিকার লঙ্ঘনের শামিল। নতুন বিধিমালায় বলা হয়েছে, সাংবাদিকদেরও নিরাপত্তার ঝুঁকি হিসেবে দেখা হতে পারে - এটা মানতে হবে।সেখানে আরো বলা হয়েছে, সাংবাদিকরা ক্লাসিফাইড, অর্থাৎ বিশেষ শ্রেণিবদ্ধ তথ্য তো বটেই, এমনকি কিছু আনক্লাসিফাইড তথ্য জানতে চাইলেও তাদের প্রেস ব্যাজ প্রত্যাহার করা যাবে। সাম্প্রতিক সময়ে পেন্টাগনে সাংবাদিকদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের প্রথম পদক্ষেপটি নেয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। পেন্টাগন ভবন থেকে বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদের বের করে দিয়ে ইতিমধ্যে সাংবাদিকের সংখ্যা কমানোর উদ্যোগও নিয়েছে তারা।

গাজায় ত্রাণ নিয়ে তিনশ ট্রাক ঢুকতে দিচ্ছে ইসরায়েল

গাজা : জাতিসংঘকে জানিয়ে দিলো ইসরায়েল, গাজায় তারা প্রতিশ্রুত ট্রাকের অর্ধেক অর্থাৎ মানবিক সাহায্য নিয়ে তিনশটি ট্রাক ঢুকতে দেবে। যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে উল্লিখিত সংখ্যার অর্ধেক ট্রাক ঢুকতে দেওয়ার কারণ হিসাবে ইসরায়েল জানিয়েছে, হামাস পণবন্দিদের মরদেহ ফেরত দেওয়া নিয়ে দেরি করছে। সেজন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হামাসকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসাবে ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানিসহ বেশ কিছু দেশ। সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২৮ জন মৃত পণবন্দির মধ্যে চারজনের দেহ ফেরত দেওয়া হয়েছে। ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স (আইডিএফ) জানিয়েছে, চুক্তি অনুযায়ী, সব পণবন্দির দেহ ফেরত দিতে হবে হামাসকে। তারপর সেই দেহের ফরেনসিক পরীক্ষা হবে পরিচয় জানার জন্য।

বিবৃতি ভারতের পর চীনকেও তিনি ঠিক পথে চলতে বাধ্য করবেন

ভারত কি সত্যিই রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করছে, মোদি সরকার কী বলছে

নয়াদিল্লি (সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়) : 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে নানাবিধ মন্তব্যের পর ফের বোমা ফাটালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গতকাল বুধবার হোয়াইট হাউসে তিনি বলেন, 'রাশিয়া থেকে ভারত তেল কিনছে বলে আমি অসন্তুষ্ট। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ (যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় বুধবার) আমাকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, রাশিয়া থেকে তেল কেনা তাঁরা বন্ধ করে দেবেন। তবে খুব দ্রুত তা হবে না। একটু সময় লাগবে। তবে শিগগিরই তেল কেনা বন্ধ হবে।' ট্রাম্প বলেন, 'এটা এক বিরাট পদক্ষেপ। এবার আমরা চীনকেও বাধ্য করব এই ব্যবস্থা নিতে। পশ্চিম এশিয়ায় (যুদ্ধ থামাতে) আমরা যা করেছি, তার তুলনায় এটা করা (চীনকে রাজি) সহজতর।' ট্রাম্প আরও বলেন, 'ভারত তেল কেনা বন্ধ করে দিলে যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। ওরা (ভারত) আমাকে আশ্বস্ত করেছে, কিছুদিনের মধ্যেই তেল কেনা বন্ধ করে দেবে। যুদ্ধ শেষ হলে ফের রাশিয়ার দ্বারস্থ হবে।'

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ট্রাম্পের এই দাবি নিয়ে ভারতে শোরগোল পড়ে যায়। প্রথম কারণ, ট্রাম্পের বয়ানে মোদি তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন 'আজই'। অর্থাৎ, ভারতীয় সময় অনুযায়ী বুধবার রাতে। তাঁর কথায় মনে হওয়া স্বাভাবিক যে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে তাঁর ফোনালাপ হয়েছে। কে কাকে ফোন করেছিলেন তা অবশ্য স্পষ্ট নয়।

ট্রাম্প এই ঘোষণাকে 'ব্রেকিং হেডলাইন' বলে মন্তব্য করেন।

যদিও ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি। গণমাধ্যম থেকে বারবার এ নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে প্রশ্ন করা হয়। শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার (ভারতীয় সময়) বেলা পৌনে ১১টায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সংক্ষিপ্ত এক বিবৃতিতে যা বলেন, তাতে দেশের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখাই যে সরকারের অগ্রাধিকার, সেটাই মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে ট্রাম্পের তোলা মূল প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর দেওয়া হয়নি। এ কথাও জানানো হয়নি, বুধবার রাতে ট্রাম্পের সঙ্গে মোদির কথা হয়েছিল কি না।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়ালের দেওয়া সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে বলা হয়, 'ভারত তেল ও গ্যাসের এক গুরুত্বপূর্ণ আমদানিকারক। অস্থির জ্বালানিবাজারে দেশের উপভোক্তাদের স্বার্থরক্ষা করাই দেশের অগ্রাধিকার। সেই স্বার্থের বিষয় মাথায় রেখেই দেশের আমদানি নীতি রচিত।'

বিবৃতিতে মূল দুই প্রশ্নের উত্তর অনুচ্চারিত। প্রথমত, মোদি-ট্রাম্প আলোচনা হয়েছে কি না। দ্বিতীয়ত, ট্রাম্পকে মোদি রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করার বিষয়ে কোনো আশ্বাস দিয়েছেন কি না। গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে এই দুই বিষয় স্পষ্ট করার ব্যাপারে বারবার অনুরোধ করা হলেও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বাড়তি কিছু জানাননি।

বিবৃতিতে জয়সোয়াল বলেন, 'জ্বালানি নীতির লক্ষ্য দুটি। দাম ঠিক রাখা ও সরবরাহ নিশ্চিত করা। বাজারের অবস্থা বুঝে আমরা জ্বালানি উৎসে বৈচিত্র্য আনতে চাই। যুক্তরাষ্ট্র প্রসঙ্গে বলা যায়, বেশ কয়েক বছর ধরেই আমরা তাদের থেকে জ্বালানি আমদানি বাড়ানোর চেষ্টা করছি। এক দশকে তার পরিমাণও বেড়েছে। মার্কিন সরকার ভারতের সঙ্গে জ্বালানি সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ নিয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা অব্যাহত আছে।'

বিবৃতিতে মূল দুই প্রশ্নের উত্তর অনুচ্চারিত। প্রথমত, মোদিট্রাম্প আলোচনা হয়েছে কি না। দ্বিতীয়ত, ট্রাম্পকে মোদি রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করার বিষয়ে কোনো আশ্বাস দিয়েছেন কি না। গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে এই দুই বিষয় স্পষ্ট করার ব্যাপারে বারবার অনুরোধ করা হলেও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বাড়তি কিছু জানাননি।

বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে ১১টা নাগাদ জ্বালানি আমদানি নিয়ে ভারতীয় নীতির ব্যাখ্যা সংবলিত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি আসার এক ঘণ্টা আগে বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধী এ নিয়ে সরকারকে বিদ্ধ করেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে 'এক্স' মারফত তিনি সরকারের কড়া সমালোচনা করেন।

বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে ১১টা নাগাদ জ্বালানি আমদানি নিয়ে ভারতীয় নীতির ব্যাখ্যা সংবলিত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি আসার এক ঘণ্টা আগে বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধী এ নিয়ে সরকারকে বিদ্ধ করেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে 'এক্স' মারফত তিনি সরকারের কড়া সমালোচনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণের লক্ষ্য করে রাহুল 'এক্স' বার্তায় লেখেন, 'ট্রাম্পের ভয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি ভীত।' কেন ভীত এবং ভয় পেয়ে কী কী করছেন, সেই কারণগুলো এরপর তিনি একে একে ব্যাখ্যা করেন। তিনি লেখেন, '১. রাশিয়ার কাছ থেকে ভারত যে তেল কিনবে না, সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ঘোষণার ভার তিনি (মোদি) ট্রাম্পকেই দিয়েছেন। ২. বারবার অপমান করা সত্ত্বেও তিনি (মোদি) অভিনন্দন বার্তা (ট্রাম্পকে) পাঠিয়েই চলেছেন। ৩. অর্থমন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্র সফর গোপন করে রেখেছিলেন। ৪. শারম আল শেখ সফর বাতিল করেছেন। ৫. অপারেশন সিঁদুর নিয়ে ট্রাম্পের দাবি খণ্ডন করেননি।'

রাহুলের সমালোচনা নিয়ে বিজেপিও নীরব।

বুধবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। সেখানেই তিনি মোদির আশ্বাস দেওয়ার কথা জানিয়ে বলেন, ভারতের পর চীনকেও তিনি ঠিক পথে চলতে বাধ্য করবেন।

ওই আলাপচারিতায় মোদির প্রশংসাও করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'মোদি মহান। তিনি ট্রাম্পকে ভালোবাসেন।' এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, 'আমি চাই না, আপনারা ভালোবাসা শব্দের অন্য কোনো অর্থ করুন। আমি ওঁর রাজনৈতিক জীবন নষ্ট করতে চাই না।'

ট্রাম্প এরপর বলেন, 'আমি অনেক দিন ধরেই ভারতের ওপর নজর রাখছি। দেশটা অবিশ্বাস্য। প্রত্যেক বছর দেশটায় নতুন একজন নেতা আসতেন। কেউ কেউ আসতেন কয়েক মাসের জন্য। আমার বন্ধু (মোদি) অবশ্য অনেক দিন ধরেই রয়েছেন।'

ট্রাম্প এরপর বলেন, 'আমি অনেক দিন ধরেই ভারতের ওপর নজর রাখছি। দেশটা অবিশ্বাস্য। প্রত্যেক বছর দেশটায় নতুন একজন নেতা আসতেন। কেউ কেউ আসতেন কয়েক মাসের জন্য। আমার বন্ধু (মোদি) অবশ্য অনেক দিন ধরেই রয়েছেন।'

ভারতের দিক থেকে সরকারিভাবে মোদিট্রাম্প আলাপআলোচনা হয়েছিল ১৬ সেপ্টেম্বর। তারপর ৯ অক্টোবর। এবার ট্রাম্পের এই দাবির পিঠে ভারত কী বলে তা গুরুত্বপূর্ণ।

ট্রাম্প বারবার দাবি করেছেন, ভারতপাকিস্তানের যুদ্ধ তিনিই থামিয়েছেন। ভারত যদিও আজ পর্যন্ত তা স্বীকার করেনি। ট্রাম্প যে অসত্য দাবি করছেন, সরকারিভাবে তাও বলা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও কিছু বলেননি। এবার শুরু নতুন বিতর্কের।

জাতীয় খবর রাজনীতি
বাংলা দৈনিক
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

ইউরোপের স্ন্যাপব্যাক উদ্যোগের বিরুদ্ধে ইরানকে সমর্থন জানিয়েছে ন্যাম ঃ আরাকচি

তেহরান ঃ ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের (ন্যাম) সদস্য দেশগুলো জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের ইউরোপীয় উদ্যোগের বিরোধিতায় ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।

আব্বাস আরাকচি উগান্ডার কাম্পালায় ইরানের জাতীয় সংবাদ সংস্থা আইআরআইবিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন। কাম্পালায় ১৫১৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সমন্বয় ব্যুরোর ১৯তম মধ্যবর্তী মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক। যুক্তরাজ্য, জার্মানি ও ফ্রান্স (একত্রে ইথ্রি নামে পরিচিত) কর্তৃক চালুকৃত তথাকথিত স্ন্যাপব্যাক প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার মাত্র এক মাসেরও কম সময় পরে এই মন্তব্য করা হয়, যার লক্ষ্য ছিল ২০১৫ সালের পরিত্যক্ত পরমাণু চুক্তির অধীনে পূর্বে তুলে নেওয়া ইরানের বিরুদ্ধে সকল জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল করা।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ২২৩১ নম্বর প্রস্তাব অনুযায়ী, ইরানের বিরুদ্ধে সব পারমাণবিক-সম্পর্কিত বিধিনিষেধ স্থায়ীভাবে শেষ হবে আগামী ১৮ অক্টোবর।

আরাকচি বলেন, ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনের চূড়ান্ত ঘোষণায় একটি ধারা রয়েছে যা 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ'। আর তা হলো- জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে স্ন্যাপব্যাক ইস্যুতে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতি সমর্থনের ঘোষণা।

তিনি যোগ করেন, এতে বলা হয়েছে- জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের দৃষ্টিতে ২২৩১ নম্বর প্রস্তাব এখনো কার্যকর রয়েছে এবং এর সব ধারা ও সময়সূচি মেনে চলতে হবে। প্রস্তাবটির ৮ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এটি নির্ধারিত ১৮ অক্টোবর তারিখে শেষ হওয়া উচিত।

আরাকচি আরও জানান, ইরান, রাশিয়া, চীনসহ নিরাপত্তা পরিষদের আরও কয়েকটি দেশ এ বিষয়ে একই অবস্থান নিয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের স্ন্যাপব্যাক সক্রিয়করণের দাবির বিরোধিতা করছে। এটি ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের জন্য সত্যিই একটি বড় অর্জন, কারণ একশোরও বেশি দেশএই অবস্থানকে সমর্থন করেছে।

গত ২৮ আগস্ট ইথ্রি (E3) দেশগুলো ৩০ দিনের স্ন্যাপব্যাক প্রক্রিয়া সক্রিয় করে। তেহরান এই পদক্ষেপকে অবৈধ বলে প্রত্যাখ্যান করে, যুক্তরাষ্ট্রের ২০১৮ সালে যৌথ সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (JCPOA) থেকে একতরফা প্রত্যাহার ও ইউরোপীয় তিন দেশের অবৈধ ইরানবিরোধী নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গত করার সিদ্ধান্তকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে।

২৮ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলো দাবি করে যে, ইরানবিরোধী জাতিসংঘ প্রস্তাব ও সংশ্লিষ্ট নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল করা হয়েছে এবং জাতিসংঘের সব সদস্য রাষ্ট্রকে এসব বিধিনিষেধ কার্যকর করার আহ্বান জানায়।

সাক্ষাৎকারে আরাকচি আরও বলেন, ন্যাম জুন মাসে ইসরায়েল-আমেরিকার ইরানবিরোধী আগ্রাসনকে 'জঘন্য' ও 'অগ্রহণযোগ্য' বলে নিন্দা জানায় এবং এই অবৈধ হামলার মুখে ইরানের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে। ১২ দিনের যুদ্ধ চলাকালে অন্তত ১,০৬৪ জন নিহত হন, যাদের মধ্যে সামরিক কমান্ডার, পারমাণবিক বিজ্ঞানী ও বেসামরিক নাগরিকও ছিলেন।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, ন্যাম ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইসরায়েলের আরেকটি হামলারও নিন্দা জানিয়েছিল। ওই ঘটনায় লেবাননে হিজবুল্লাহর সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হাজার হাজার পেজার একই সঙ্গে বিস্ফোরিত হয়, যার পরপরই ফাঁদ পাতা ওয়াকিটকিও বিস্ফোরিত হয়। ওই সন্ত্রাসী হামলায় অন্তত ৩৯ জন নিহত এবং ৩,৪০০-রও বেশি মানুষ আহত হন, যাদের মধ্যে শিশুসহ অনেক বেসামরিক নাগরিকও ছিলেন, যারা বিস্ফোরণের সময় ওই যন্ত্রগুলোর কাছাকাছি অবস্থান করছিলেন।

গাজায় হামাসবিরোধী সশস্ত্রগোষ্ঠীকে সাহায্য দিচ্ছে ইসরায়েল ঃ কাতারের মন্ত্রীর সমালোচনা

কাতার (এজেন্সী) ঃ কাতারের একজন মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে ইহুদিবাদী ইসরায়েল তার বোকামি এবং দাম্ভিকতা দিয়ে বিশ্বজুড়ে গাজা এবং ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থনের বীজ বপন করেছে এবং এই বীজ শেষ পর্যন্ত ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার দিকে নিয়ে যাবে। গাজায় যুদ্ধের সমাপ্তি উপলক্ষে এক বক্তব্যে, কাতারি বিজ্ঞানমন্ত্রী লুলুয়া আল-খাতার ফিলিস্তিনি জনগণের দৃঢ়তাকে সমসাময়িক ইতিহাসের একটি মোড় হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে এটি একটি নতুন ভোর যা ব্যথা এবং যন্ত্রণা মিশ্রিত দীর্ঘ রাতের অবসান ঘটায়। অধিকৃত জেরুজালেমের শেখ আল-জারাহ পাড়ায় সংঘটিত ঘটনার পর ২০২১

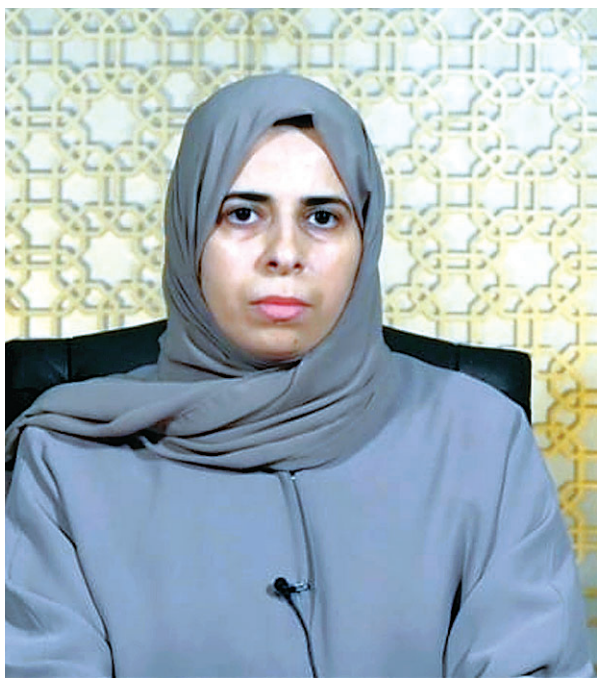

সালে শুরু হওয়া সত্যের গাছ লাগান শীর্ষক তার প্রতীকী উদ্যোগের কথা স্মরণ করে লুলু আল-খাতার বলেন আল-আহলি কাতার ক্লাবে রোপণ করা জলপাইয়ের চারা এখন একটি বৃহৎ গাছে পরিণত হয়েছে যা মাটিতে শিকড় গেড়েছে এবং স্থিতিশীলতা ও অধ্যবসায়ের প্রতীক হয়ে উঠেছে। ইহুদিবাদী সংবাদপত্র মা'আরিভ স্বীকার করেছে যে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী, একটি অভূতপূর্ব পদক্ষেপ নিয়ে গাজায় সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলিকে সমর্থন এবং সুরক্ষা দিচ্ছে এবং ইয়েলো লাইন এর কাছে এই বাহিনী মোতায়েন করেছে। মা'আরিভ লিখেছেন ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানগুলি ঘোষণা করেছে যে তারা গাজায় হামাসের বিরোধী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে সমর্থন এবং বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করছে। ইসরায়েলি সংবাদপত্রটি আরও জানিয়েছে এই গোষ্ঠীগুলিকে ইয়েলো লাইন এর কাছে মোতায়েন করা হয়েছে, যা ইসরায়েলি নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল এবং গাজার মধ্যে বিভাজন রেখা। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন আবারও ফিলিস্তিনি সমস্যার একটি ন্যায্য এবং শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। উগান্ডার প্রেসিডেন্ট ইয়োভেরি মুসেভেনি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ১৯তম বৈঠকে সভাপতিত্ব করার সময় বলেছেন উগান্ডার নেতৃত্বে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন সর্বদা বিশ্ব মঞ্চে ফিলিস্তিনি সমস্যাকে সমর্থন করে আসছে। মুসোনি ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের চলমান কূটনৈতিক প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ করেন, যার মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার এবং জাতিসংঘে এর পূর্ণ সদস্যপদকে সমর্থন করার আহ্বান। ইসরায়েলের সুপ্রিম কোর্ট অফ জাস্টিস বারবার আল-আকসা ঝড় অভিযানের ঘটনাগুলির তদন্তের জন্য কমিটি গঠনের আহ্বান জানিয়েছে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর মন্ত্রিসভা তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ইসরায়েলের চ্যানেল ১৩ জানিয়েছে যে ইসরায়েলি সুপ্রিম কোর্ট অফ জাস্টিস নেতানিয়াহুর মন্ত্রিসভাকে বলেছে যে তদন্ত কমিটি গঠনের বিষয়ে এক মাসের মধ্যে তাদের প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে। বুধবার, ইসরায়েলি সুপ্রিম কোর্ট অফ জাস্টিস নেতানিয়াহুর মন্ত্রিসভাকে তদন্ত কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতে নির্দেশ দিয়েছে।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া সব মন্ত্রীর পদত্যাগ! হঠাৎ কী ঘটল বিজেপিশাসিত রাজ্যে?

আহমেদাবাদ ঃ বিজেপিশাসিত রাজ্য গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল ছাড়া বাকি সব মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন মন্ত্রীরা। এরইমধ্যে সব কয়টি পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে দেশটির রাজনীতিতে। নেপথ্যের কারণ নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদন বলা হয়েছে, মন্ত্রিসভায় রদবদলের কারণেই গণপদত্যাগ মন্ত্রীদের। এছাড়া মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি শিবিরের শীর্ষ নেতারা।

বর্তমানে গুজরাট রাজ্যে মন্ত্রীর সংখ্যা ১৬। এই সংখ্যা বাড়িয়ে ২৬ করা হবে। দশ জন নতুন মন্ত্রী আসবে মোদি-শাহর রাজ্যে। এই মুহূর্তে গুজরাটে একজনই মন্ত্রী অবশিষ্ট রয়েছেন, তিনি হলেন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল। জানা গিয়েছে, আজ রাতেই রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রতর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেবেন তিনিও।

ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদনে আরো লেখা হয়েছে, আগামিকাল অর্থাৎ শুক্রবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবার কথা রয়েছে। সেখানে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার।

বিজেপি সূত্রের খবর, নতুন মন্ত্রিসভা তরুণ এবং প্রবীণ নেতাদের মিশ্রণে তৈরি হবে। পাশাপাশি সকল সম্প্রদায় এবং বর্ণের ভারসাম্য বজায় রাখা হবে।

তবে পর্যবেক্ষকমহলের প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রী কি বদল হতে পারে? ভূপেন্দ্র প্যাটেলের বদলে অন্য কোনও মুখ আসবে? সে প্রশ্নের উত্তর এখনও মেলেনি বলে প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

হামাস লড়াই থেকে পিছু হটবে না ঃ ফরেন অ্যাফেয়ার্স

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ আমেরিকার সাময়িকী ফরেন অ্যাফেয়ার্স লিখেছে, হামাস ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে পিছু হটবে না।

মার্কিন সাময়িকী ফরেন অ্যাফেয়ার্স এক বিশ্লেষণে আরও লিখেছে, ট্রাম্পের পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপটি কঠিন কিছু সমস্যার মুখোমুখি হবে, যার মধ্যে হামাসের নিরস্ত্রীকরণ ও ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ সরকারের কাঠামো নির্ধারণ।

অতীত অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিলে এটা বলা যায় হামাস তার রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থান রক্ষা করতে প্রাণপণ লড়াই করবে।

এই সাময়িকী আরও বলেছেন, হামাস আগের মতোই নতুন যোদ্ধা নিয়োগ করবে এবং নিজের তৈরি বা প্রাপ্ত অস্ত্রে তাদের সজ্জিত করবে। বিনিময় চুক্তির আওতায় মুক্তিপ্রাপ্ত ফিলিস্তিনিদের মধ্যে এমন কেউ থাকতে পারে যিনি ভবিষ্যতে তাদের জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে। যেমনিভাবে ইয়াহিয়া সিনওয়ার ২০১১ সালে বন্দি বিনিময়ের মাধ্যমেও মুক্তি পেয়েছিল। তারা আশঙ্কা করছে, হামাসের নেতৃত্ব নতুন প্রজন্মের হাতে যেতে পারে- যাদের অনেকেই ইসরায়েলি কারাগারে কাটানোর কারণে ইয়াহিয়া সিনওয়ারের মতো আরও প্রেরণাদীপ্ত ও কৌশলী হয়ে উঠতে পারে।

সহজভাবে বলা যায়, যদিও হামাস প্রথম দফার যুদ্ধবিরতিতে অংশ নিয়েছে, কিন্তু তাদের লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর কোনো ইচ্ছা নেই।

ফরেন অ্যাফেয়ার্স আরও লিখেছে, ইসরায়েলের অন্যতম উদ্বেগ হলো, বর্তমান বন্দি

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

নববিবাহিত জয়-রাজিয়া গত সপ্তাহে কাজ নিয়েছিলেন গার্মেন্টসে, আগুনে প্রাণ হারালেন দু'জনই

ঢাকা ঃ কত আদরের মাইয়া আমার। কত যত্ন কাইরা হ্যারে বড় করছি। হেই মাইয়া আমার গার্মেন্টসে কামে ঢুইকা আগুনে পুইড়া মরলো, একমাত্র মেয়েকে হারিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গের সামনে এভাবেই আহাজারি করছিলেন মোহাম্মদ সুলতান। গত মঙ্গলবার ঢাকার মিরপুরে গার্মেন্টসে অগ্নিকাণ্ডে যে ১৬ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন, মি. সুলতানের মেয়ে রাজিয়া সুলতানা তাদেরই একজন। নববিবাহিতা মিজ সুলতানা ও তার স্বামী মোহাম্মদ জয় মাত্র সাতদিন আগে মিরপুরের ওই পোশাক কারখানাটিতে কাজ শুরু করেছিলেন। মি. জয় ছিলেন মেশিন অপারেটর, আর মিজ সুলতানা ছিলেন সহকারি মেশিন অপারেটরের দায়িত্বে।

গার্মেন্টস থেকে দূরত্ব কিছুটা কাছে হওয়ায় সম্প্রতি স্বামীকে নিয়ে মিরপুরে বাবার বাসায় এসে ওঠেন মিজ সুলতানা। আগের কয়েকদিনের মতো মঙ্গলবার সকালেও তারা দু'জনে একসঙ্গে কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে রওনা হন। এরপর বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কারখানায় আগুন লাগার খবর পায় তাদের পরিবার। ওগো গার্মেন্টসের আশপাশে যারা কাম করে হেগো মধ্যে একজনের ভাই আমারে কইলো যে, তোমার মাইয়াগো গার্মেন্টসে নাকি আগুন লাগছে। ফোন দিয়া খোঁজ নাও হেরা বের হইতে পারছে নাকি, বলছিলেন মি. সুলতান।

খবরটা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকে ফোন করেন তিনি। ফোন ধরে মেয়ে কথাও বলেন তার সঙ্গে। ফোন ধইরা শুনি চিল্লাচিল্লি হইতাছে। মাইয়া আমারে কইলো– আব্বা, আগুন লাইগা গেছে। আমরা ভেতরে আটকা পড়ছি। গেটে তালা মারা তাই বের হইতে পারতাছি না, বলছিলেন মি. সুলতান। মেয়ের সঙ্গে এটাই তার শেষ কথা।

ওইটুকু কথা কওনের পরপরই ফোনটা কাইটা গেলো। এরপরে যখনই ফোন করি, নাম্বার বন্ধ দেখায়, বলেন মি. সুলতান। এরপর মেয়ে ও তার স্বামীর সন্ধান পেতে শুরু হয় ছোটাছুটি। গতকাল দুপুর থেকে শুরু করে সারাডা দিন, হের পর সারডা রাইত আমরা কেবল ছুটছি। একবার গার্মেন্টসের ওইখানে যাই, আরেকবার যাই ঢাকা মেডিকেলে, বলেন মি. সুলতান। বুধবার সকাল পর্যন্তও এই বাবা আশায় ছিলেন যে, মেয়ে ও তার স্বামীকে

হয়তো জীবিত ফেরত পাবেন। কিন্তু দুপুর নাগাদ জানতে পারেন যে, দু'জনের কেউই আর বেঁচে নেই। নতুন সংসার পাইতা জামাইয়ের লগে মাইয়াডাও গার্মেন্টসে কাম নিছিলো। যারে আমরা বাড়ির কাম পন্ত করতে দিতাম না, হেই আদরের মাইয়াডা আমার না জানি কত কষ্ট পাইয়া মরছে, কথাগুলো বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন মি. সুলতান।

অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের সবাইকে মঙ্গলবার রাতেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ফায়ার সার্ভিস। সেগুলোর মধ্যে নয় জন পুরুষ এবং সাতজন নারীর মরদেহ বলে নিশ্চিত করেন চিকিৎসকরা।

তবে মরদেহগুলো আগুনে এমনভাবে পুড়ে গেছে যে, বেশিরভাগের চেহারা দেখে চেনার উপায় নেই বলে জানান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কর্মকর্তারা।

সব কটি লাশের চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে, বুধবার সাংবাদিকদের বলেন হাসপাতালটির পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।

এ অবস্থায় নিহতের শরীরের পোশাকসহ বিভিন্ন চিহ্ন দেখে স্বজনরা ১০ জনের মরদেহ শনাক্ত করেছেন বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

মি. সুলতানও একইভাবে মেয়ে রাজিয়া সুলতানা ও তার স্বামী মোহাম্মদ জয়কে খুঁজে পেয়েছেন বলে জানান।

পরথমে জামাইয়েরটা চিনছি, কাপড় দেইখা। সকালে হে কালো একটা প্যান্ট আর গেঞ্জি পিন্দে বের হইছিলো। প্যান্টের তলে সাদা একটা থ্রিকোয়ার্টার প্যান্টও পিন্দে আইছে। থ্রিকোয়ার্টার প্যান্টডা বাড়িতেও পরতো। হেইডা পুরছে না। ওই প্যান্ট দেইখ্যা হেরে চিনছি, বলছিলেন মোহাম্মদ জয়ের শ্বশুর মি. সুলতান। একইভাবে মেয়ে রাজিয়া সুলতানার মরদেহও খুঁজে বের করেছেন বলে জানান তিনি। মাইয়ার লাশও অমনেই খুঁইজা পাইছি। কিন্তু হাসপাতালের হেরা কইছে ডিএনএ করতে হইবো, বলছিলেন মোহাম্মদ সুলতান।

মূলতঃ ভবিষ্যতে যাতে মরদেহগুলো নিয়ে কোন সংশয়–সন্দেহ দেখা না দেয় এবং পরিবারগুলো যেন নিশ্চিত হয়ে তাদের স্বজনের মরদেহ নিয়ে দাফন করতে পারেন, সেজন্যই সব ক'টি মৃতদেহের ডিএনএ পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। ডিএনএ পরীক্ষার ফলাফল হাতে এলেই মরদেহগুলো স্ব স্ব পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলেও জানান তিনি।

গোপন নথি রাখার অভিযোগে ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিশ্লেষক গ্রেফতার, কাজ করছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের দুই দফতরে

নিউ ইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সুরক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত গোপনীয় নথি অবৈধভাবে নিজের কাছে রাখার অভিযোগে পররাষ্ট্রনীতি এবং প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ অ্যাশলে জে টেলিসকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বাড়ি থেকে এক হাজারেরও বেশি পাতার 'অতি গোপনীয়' নথি উদ্ধার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

সংবেদনশীল নথি অবৈধভাবে রাখা ছাড়াও তার বিরুদ্ধে চীনের সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে গোপনে দেখা করার অভিযোগও তোলা হয়েছে। মি. টেলিস ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক। যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ এশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক বিশ্লেষক হিসেবে তার পরিচিতি রয়েছে। তিনি অনেক বছর ধরে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের অধীনে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলেও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা হিসেবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দফতরের কনট্রাক্টর হিসেবে কাজ করছিলেন মি. টেলিস।

তার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ?

যুক্তরাষ্ট্রের ইস্টার্ন ডিসট্রিক্ট অফ ভার্জিনিয়ার অ্যাটর্নি অফিস মঙ্গলবার জানিয়েছে, দেশের জাতীয় সুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য অবৈধভাবে রাখার অভিযোগে অ্যাশলে জে টেলিসকে গেফতার করা হয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করে হয়েছে যে মি. টেলিসের বাড়ি থেকে এক হাজারেরও বেশি পাতার 'টপ সিক্রেট' বা অতি গোপনীয় ও 'সিক্রেট' বা গোপনীয় স্তরের নথি উদ্ধার করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, এফবিআইয়ের হলফনামায় মি. টেলিসকে স্টেট ডিপার্টমেন্টের অবৈতনিক উপদেষ্টা এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের (পেন্টাগন) কন্ট্রাক্টর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ওই নথি অনুযায়ী, এই প্রতিরক্ষা বিশ্লেষককে গ্রেফতার করা হয়েছিল শনিবার এবং সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের একজন কর্মকর্তার পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হলেও তিনি এই নিয়ে আর কিছু মন্তব্য করতে রাজি হননি। অন্যদিকে পেন্টাগন জানিয়েছে, বিচারাধীন কোনো বিষয় নিয়ে তারা মন্তব্য করবে না। ভার্জিনিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় জেলার মার্কিন অ্যাটর্নি লিন্ডসে হ্যালিগান জানিয়েছেন, ৬৪ বছর বয়সী মি. টেলিসকে সপ্তাহান্তে গ্রেফতার করা হয়।

আমরা মার্কিন জনগণকে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক দুই ক্ষেত্রে সব ধরনের হুমকি থেকে রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই মামলায় যেসব অভিযোগ তোলা হয়েছে তা আমাদের নাগরিকদের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার জন্য ব্যাপক হুমকির কারণ।

এই মামলার বিষয়ে তথ্য ও আইন স্পষ্ট। আর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য আমরা তা নিশ্চিত করতে আমরা সেগুলি মেনে চলব, বলেন মি. হ্যালিগান।

তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি ভারতের মুম্বাইয়ে বড় হয়ে ওঠা অ্যাশলে জে টেলিস।

তবে তার আইনজীবী ডেবোরা কার্টিস বার্তা সংস্থা 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস'কে বলেছেন, শুনানির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, যেখানে আমরা প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারব।

প্রসঙ্গত, দোষী সাব্যস্ত হলে ভারতীয় বংশোদ্ভূত অ্যাশলে জে টেলিসের সর্বোচ্চ দশ বছরের কারাদণ্ড এবং দুই লাখ ডলার পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

বাড়িতে তল্লাশি

এফবিআইয়ের হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে, সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে অ্যাশলে জে টেলিসকে মার্কিন প্রতিরক্ষা ও স্টেট বিল্ডিং–এ দেখা গিয়েছিল। সেই সময় তিনি গোপন নথি প্রিন্ট করে সেগুলি একটি ব্যাগে ভরে নিয়ে যান বলে ওই হলফনামায় অভিযোগ তোলা হয়েছে। মার্কিন সামরিক বিমানের ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্য সংক্রান্ত নথিও সেই তালিকায় রয়েছে বলে অভিযোগ।

এরপর, তার ভার্জিনিয়াস্থিত বাসভবনে শনিবার তল্লাশি চালানো হয়। সেই সময় তার বাড়ি থেকে 'টপ সিক্রেট' ও 'সিক্রেট' লেখা এক হাজারেরও বেশি পৃষ্ঠার নথি পাওয়া যায় বলে অভিযোগ।

এছাড়াও তার বিরুদ্ধে অন্য অভিযোগও তোলা হয়েছে।

আদালতে এফবিআই যে নথি দায়ের করেছে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, গত কয়েক বছরে টেলিস চীনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে একাধিকবার দেখা করেছেন। এই সাক্ষাতের তালিকায় ভার্জিনিয়ার ফেয়ারফ্যাক্সের এক রেস্তোঁরায় অনুষ্ঠিত বৈঠকও রয়েছে। যেখানে তাকে সঙ্গে করে একটি খাম নিয়ে ঢুকতে দেখা গিয়েছিল কিন্তু যাওয়ার সময় সেই খাম তার কাছে ছিল না।

আদালতে দায়ের করা হলফনামায় জানানো হয়েছে যে স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং প্রতিরক্ষা বিভাগে তিনি যে দায়িত্বে ছিলেন সেখানে মি. টেলিসের কাছে টপ সিক্রেট স্তরের সুরক্ষা ছাড়পত্র ছিল যার অধীনে তিনি সংবেদনশীল তথ্যের অ্যাক্সেস পেয়েছিলেন।

চীনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের অভিযোগ

ফক্স নিউজ–এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক কর্মচারীর বিরুদ্ধে ২০২৩ সাল থেকে নিরাপদ স্থান থেকে গোপনীয় নথি সরিয়ে ফেলার এবং চীনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের অভিযোগ রয়েছে। সেই ব্যক্তিই অ্যাশলে জে টেলিস।

মার্কিন বিচার বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন অবৈতনিক সিনিয়র উপদেষ্টা এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের নেট অ্যাসেসমেন্ট অফিসের (বর্তমানে ডিপার্টমেন্ট অফ ওয়ার)–এর একজন কন্ট্রাক্টর ছিলেন।

আদালতে দায়ের করা নথিতে বলা হয়েছে তিনি ২০০১ সালে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টে কাজ শুরু করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য রাখার অভিযোগ রয়েছে। গত ১২ই সেপ্টেম্বর মার্কিন সরকারি দফতরের এক ব্যক্তি মারফত বেশ কয়েকটা গোপনীয় নথি প্রিন্ট করিয়েছিলেন। এরপর ২৫শে সেপ্টেম্বর, তিনি মার্কিন সামরিক বিমান বাহিনীর সক্ষমতা সম্পর্কিত একটা নথিও প্রিন্ট করান।

তিন বছর আগে, অর্থাৎ ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক রেস্টুরেন্টে চীনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। পরের বছর এপ্রিল মাসে এক রেস্টুরেন্টে আলাপকালে তাকে ইরান–চীন সম্পর্ক এবং নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে শোনা গিয়েছিল। ফক্স নিউজ–এর ওই প্রতিবেদন অনুসারে, দোসরা সেপ্টেম্বর অন্য এক বৈঠকে তিনি চীনা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে উপহারও পান। আদালতে দায়ের করা তথ্য অনুযায়ী, উপহার হিসেবে গিফট ব্যাগ দেওয়া হয়েছিল তাকে।

অ্যাশলে জে টেলিস কে?

ভারতের মুম্বাইয়ে বড় হয়েছেন মি. টেলিস। বম্বে ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করেন তিনি। উচ্চতর শিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেন তিনি।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই পরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পিএইচডি করেন।

মি. টেলিস 'কার্নেগি এনডাওমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস'–এর টাটা চেয়ার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যাফেয়ার্স–এর সিনিয়র ফেলো।

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা এবং মার্কিন পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতি, বিশেষ করে এশিয়া ও ভারতীয় উপমহাদেশ সম্পর্কিত বিষয়ে জ্ঞানের জন্য তার বিশেষ পরিচিতি রয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের রাজনৈতিক বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি অফ স্টেটের সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল তাকে। সেই সময় ভারতের সঙ্গে বেসামরিক পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলেও ছিলেন তিনি।

মার্কিন সরকারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে তিনি র্যান্ড কর্পোরেশনের সিনিয়র পলিসি অ্যানালিস্ট এবং র্যান্ড গ্র্যাজুয়েট স্কুলের পলিসি অ্যানালাইসিসের অধ্যাপক ছিলেন।

ন্যাশনাল ব্যুরো অফ এশিয়ান রিসার্চের কাউন্সেলর– এর স্ট্র্যাটেজিক এশিয়া প্রোগ্রামের গবেষণা পরিচালকের ভূমিকাও পালন করেছেন তিনি।

নয়াদিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসে রাষ্ট্রদূতের সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন মি. টেলিস।

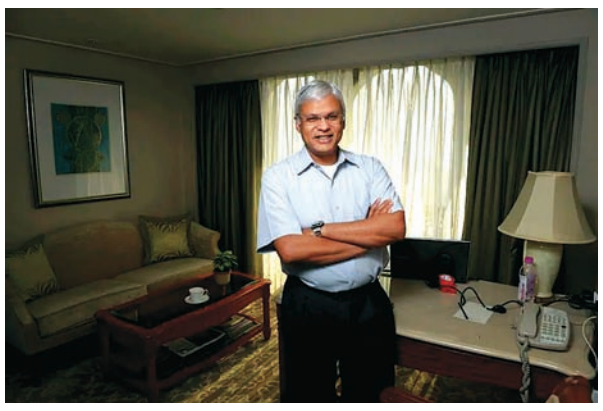

সম্পাদকীয়

ভারতের হয়ে প্রক্সি যুদ্ধ করলে যে বিপদ তালেবানের

আফগানিস্তান আবারও সেই পরিচিত ও বিপজ্জনক পথে হাঁটছে। দেশটি আবারও প্রক্সি যুদ্ধের ক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি নিচ্ছে। আঞ্চলিক শক্তিগুলোর দ্বন্দ্বের মধ্যে আটকে পড়তে যাচ্ছে, যেখানে দেশটির সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হচ্ছে, বৈধতা দুর্বল হচ্ছে। ইতিহাস খুব কঠিন সতর্কবার্তা দেয়। শেষবার যখন আফগানিস্তান বিদেশি শক্তির দাবার বোর্ডের ছক হয়ে উঠেছিল, তখন দেশটি কয়েক দশক ধরে অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছিল। গভীর ক্ষত ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা দক্ষিণ এশিয়ায়। আজকের লক্ষণগুলো খুবই পরিচিত। এ লক্ষণগুলো যদি উপেক্ষা করা হয়, তাহলে ফল হবে ভয়াবহ। সম্প্রতি আফগান ভূখণ্ড থেকে পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী জেলায় হামলা হয়েছে। ঠিক একই সময়ে তালেবানের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি দিল্লি সফরে ছিলেন। এ দুটি ঘটনা একটি অস্বস্তিকর বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে। কাবুল এখন আর পাকিস্তানের নিরপেক্ষ প্রতিবেশী নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে হোক আর অনিচ্ছাকৃতভাবে আফগানিস্তান এখন বিদেশি এজেন্ডা

বাস্তবায়নের প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। ইসলামাবাদের গোয়েন্দা প্রতিবেদনগুলোতে ধারণা করা হচ্ছে, এসব হামলা হয়তো ভারতের সমন্বয়ে বা সহযোগিতায় হয়েছে। এসব প্রতিবেদন যে আশঙ্কার সতর্কঘণ্টা বাজাচ্ছে, সেটি হলো আফগানিস্তানকে আবারও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আফগানিস্তানকে প্রক্সি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করার বিপদ শুধু তত্ত্বগত বিষয় নয়। আশি ও নব্বই দশকে আফগান ভূখণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোর শক্তি পরীক্ষার মাঠে পরিণত হয়েছিল। প্রথমবার সোভিয়েত আগ্রাসনের সময়। দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্র ও এর মিত্রদের অভিযানের সময়। ফল হলো কয়েক দশক ধরে চলা গৃহযুদ্ধ, দুর্বল শাসনব্যবস্থা আর একটি অস্থিতিশীল অঞ্চল। শরণার্থী স্রোত, সশস্ত্র জঙ্গি নেটওয়ার্ক ও উগ্র মতাদর্শের বিস্তারের প্রতিবর্তী প্রভাব পাকিস্তান, ইরান এবং অন্যান্য জায়গাতেও পড়েছিল। আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হতে দেওয়ার কারণে দক্ষিণ এশিয়াকে তার খেসারত দিতে হয়েছে। আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও বৈধতা কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়, এগুলো আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ভিত্তি। এগুলো রক্ষা করা শুধু আফগানদের দায়িত্ব নয়, এটি দক্ষিণ এশিয়ারও এক জরুরি দায়িত্ব। ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিতে পারলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে পারে। আর তার ভয়াবহ প্রভাব কয়েক প্রজন্ম ধরে চলতে পারে। আজও সেই একই পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে। আফগান বাহিনী যখন পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী জেলায় হামলা চালাচ্ছে, ঠিক সে সময়ে ভারত স্যার ক্রিক ইস্যু উত্থাপন করছে এবং 'অপারেশন সিন্দুর' নিয়ে বাগাড়ম্বর জোরদার করছে। ভারত ও তালেবানের মধ্যকার এ সমন্বয় এ বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত দেয় যে আফগানিস্তানকে এমন একটি কৌশলগত পরিস্থিতিতে টেনে নেওয়া হচ্ছে, যেখানে নিজের দেশের জনগণের চেয়ে বিদেশি ক্রীড়নকেরাই লাভবান হবে। কাবুল যদি অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি করে, তবে তালেবানের শাসন দুর্বল হবে, নাগরিকদের আস্থা হারাবে। এমন একটি সংঘাতের চক্রের দুয়ার খুলে যাবে, যা কয়েক দশক স্থায়ী হতে পারে। পাকিস্তানের জন্য ফল এখানে স্পষ্ট। সীমান্তের উসকানি মোকাবিলায় মনোযোগ ও সম্পদ ব্যয় করতে গিয়ে অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা দুর্বল হবে, সামরিক বাহিনী তার প্রস্তুতি নিয়ে চাপের মুখে পড়বে এবং পূর্ব সীমান্তে (ভারত সীমান্তে) প্রতিক্রিয়া জানানোর সক্ষমতা হ্রাস পাবে। পাকিস্তানকে যদি দুই সীমান্ত নিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়, তাহলে সেটা সরাসরি ভারতকে কৌশলগত সুবিধা দেয়। পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধ করে পাকিস্তান যদি ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব সীমান্ত থেকে আসা চাপের মুখে দেশটি নাজুক অবস্থায় পড়বে। আফগানিস্তানের প্রক্সি ভূমিকা ইসলামাবাদের সামরিক ও কূটনৈতিক সীমাবদ্ধতাকে বাড়িয়ে তোলে। সবচেয়ে বড় মূল্য দিতে হবে আফগানিস্তানকেই। আঞ্চলিক দ্বন্দ্বে নিজেকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে দিলে দেশটি তার বৈধতা হারাবে। আন্তর্জাতিক দাতা ও বিনিযােগকারীরা এমন রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দ্বিধা, যারা নিজেদের সার্বভৌমের বদলে বিদেশি রাষ্ট্রের খেলার পুতুল হিসেবে কাজ করে। আফগানিস্তানে নাগরিকেরা তাদের সরকারের কতটা স্বাধীনতা আছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। এটি শেষ পর্যন্ত অস্থিরতা ও অসন্তোষ সৃষ্টি করে। ইতিহাস বলে, প্রক্সি হিসেবে ব্যবহৃত জাতি দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য সংগ্রামের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সার্বভৌমত্ব ফিরে পায়। দক্ষিণ এশিয়ার জন্য ঝুঁকিও অনেক বেশি। অস্থিতিশীল আফগানিস্তান শুধু নিজ সীমান্তের ভেতরে নয়, পুরো অঞ্চলকে হুমকির মুখে ফেলবে। শরণার্থী স্রোত, জঙ্গি নেটওয়ার্ক ও অর্থনৈতিক সংকট পাকিস্তান, ভারত, ইরান ও মধ্য এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে পারে। আঞ্চলিক বাণিজ্য, নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক সম্পর্কে প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে দীর্ঘমেয়াদি অস্থিরতা ও অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি হবে। পাকিস্তানকে অবশ্যই পরিষ্কার কৌশলগত স্বচ্ছতার পথ ধরতে হবে। পরিকল্পনা ছাড়া প্রতিশোধ সংঘাত বাড়িয়ে দিতে পারে, তাতে বিদেশি ক্রীড়নকদের স্বার্থ সিদ্ধিতে সুবিধা করে দেবে। ইসলামাবাদের উচিত কৌশলগত সংযম প্রদর্শন করা। আন্তর্জাতিক প্রচারণা চালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে তাদের কার্যকর প্রস্তুতি রাখতে হবে। ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে, আফগানিস্তানকে বারবার অন্যদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার ফল দীর্ঘস্থায়ী হয়। দক্ষিণ এশিয়ার জন্য এটা শুধু কল্পনা নয়। যদি কাবুল আবারও এমন অবস্থায় পড়ে, তাহলে গোটা অঞ্চল দীর্ঘ সময়ের জন্য অস্থিতিশীল, সংঘাতপূর্ণ ও মানবিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে। আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও বৈধতা কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়, এগুলো আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ভিত্তি। এগুলো রক্ষা করা শুধু আফগানদের দায়িত্ব নয়, এটি দক্ষিণ এশিয়ারও এক জরুরি দায়িত্ব। ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিতে পারলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে পারে। আর তার ভয়াবহ প্রভাব কয়েক প্রজন্ম ধরে চলতে পারে।

ফিলিস্তিনের বন্ধু থেকে যেভাবে ইসরায়েলের মিত্র হলো ভারত

শুভজ্যোতি ঘোষ
সাংবাদিক

পিএলও বা প্যালেস্টিনিয়ান লিবারেশন অথরিটির প্রবাদপ্রতিম নেতা ইয়াসের আরাফাত ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে সব সময় 'আমার বড় বোন' বলে সম্বোধন করতেন। ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে দিল্লিতে যে নির্জোট আন্দোলনের (ন্যাম) শীর্ষ সম্মেলন হয়েছিল, তাতে তিনি 'রাষ্ট্রনেতা' হিসেবে উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ পর্যন্ত দিয়েছেন।

সমকালীন ইতিহাসের পর্যবেক্ষকরা সবাই মানেন ইন্দিরা ও আরাফাতের মধ্যে অসম্ভব পারস্পরিক শ্রদ্ধা ছিল, বিরাট ভরসার সম্পর্ক ছিল। আর সেই আস্থা ও বন্ধুত্ব শুধু ব্যক্তিগত পরিসরেই নয়, ভারতীয় ও ফিলিস্তিনি জাতিসত্তার মধ্যেও সম্প্রসারিত হয়েছিল।

আসলে ভারতের জাতির জনক হিসেবে স্বীকৃত মোহনদাস গান্ধী থেকে শুরু করে জওহরলাল নেহরু বা তার কন্যা ইন্দিরা প্রত্যেকেই চিরকাল ফিলিস্তিনিদের অধিকারকে জোরালো সমর্থন জানিয়েছেন, তাদের কাছ থেকে যে ভূখণ্ড ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে সেই জমিতে মর্যাদার সঙ্গে তাদের বাঁচার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

স্বাধীনতার পর থেকেই শত শত ফিলিস্তিনি ছাত্র প্রতি বছর বৃত্তি নিয়ে ভারতে মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আসত, ভারতের নিজের আর্থিক অবস্থা যাই হোক, ফিলিস্তিনে ত্রাণ, রসদ ও সহায়তা পাঠানো হতো প্রতি বছরই। এই ধারা পুরো মাত্রায় বজায় ছিল ১৯৮০র দশক পর্যন্ত।

বস্তুত এটা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই স্বাধীন ভারতের আটাত্তর বছরের ইতিহাসে অধিকাংশ সময় জুড়েই ভারত রাষ্ট্রীয়ভাবে ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, সারা বিশ্বের নির্যাতিতদের পাশে থেকেছে।

আর এই অবস্থানের পক্ষে সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত ছিল প্যালেস্টাইনের প্রতি ভারতের অব্যাহত সংহতি দিল্লি শুধু ফিলিস্তিনিদের দুর্দশাকেই স্বীকৃতি দেয়নি, তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারেও বরাবর সক্রিয় সমর্থন জানিয়ে এসেছে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারতের বয়স যখন মাত্রই মাসতিনেক, তখনই তারা জাতিসংঘে ফিলিস্তিনকে টুকরো করার 'পার্টিশন প্ল্যানে' আপত্তি জানায় এবং জাতিসংঘে ইসরায়েলের অন্তর্ভুক্তিরও বিরোধিতা করে।

ফিলিস্তিন ও ভারত, উভয়েরই যে উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রামের অভিন্ন ইতিহাস - দিল্লির এই নীতিগত অবস্থানের বীজ সম্ভবত নিহিত ছিল সেই বাস্তবতাতেই।

আর এ কারণেই আরব বিশ্বের বাইরে প্যালেস্টাইনের সমর্থনে সবচেয়ে জোরালো আন্তর্জাতিক কন্ঠস্বর হয়ে উঠতেও ভারতের দেরি হয়নি।

১৯৭৪ সালে বিশ্বের প্রথম নন-আরব রাষ্ট্র হিসেবেও ভারত পিএলও-কে ফিলিস্তিনি জনতার একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, পরের বছরই দিল্লিতে চালু হয় পিএলও-র কার্যালয়। এমন কী ১৯৮৮ সালের ১৮ নভেম্বর ফিলিস্তিনকে 'রাষ্ট্র' হিসেবেও স্বীকৃতি দেয় ভারত, যার কয়েক বছর পর পশ্চিম তীরের রামাল্লায় চালু হয় ভারতীয় দূতাবাসও। টেকনিক্যাল কারণে সেটিকে অবশ্য দূতাবাস না বলে ভারতের 'প্রতিনিধি কার্যালয়' বলাটাই রেওয়াজ।

ফিলিস্তিনের বন্ধু থেকে ইসরায়েলের বন্ধু

আর ঠিক এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটা আছে বলেই গত দুবছরেরও বেশি সময় ধরে গাজা যখন তার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মানবিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ভারতের নীরবতা এবং ইসরায়েলের নিন্দা জানানোর ব্যর্থতা দেশ-বিদেশের বহু পর্যবেক্ষককে স্তম্ভিত করেছে।

এমন কী, ২০২৩র অক্টোবর থেকে গাজায় যুদ্ধবিরতির ডাক দিয়ে জাতিসংঘে আনা চারটি বড় প্রস্তাবেও ভারত ভোটদানে বিরত থেকেছে। কারণ দেখানো হয়েছে, সহিংসতার সূচনা যে হামাসের হাতে, সেটা কেন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

নিজেদের 'গ্লোবাল সাউথে'র নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় দেখতে চাইলেও এই প্রশ্নে ভারতের অবস্থান ছিল স্পষ্টতই অন্য সতীর্থদের চেয়ে ভিন্ন!

ঐতিহাসিক জোয়া হাসানের মতে, ভারতের এই নীরবতা শুধু চরম নৈতিক ব্যর্থতাই নয়, নিজেদেরই রাষ্ট্রীয় লিগ্যাসির সঙ্গে এক ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতার সামিল!

যে ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন এক সময় ভারতের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম মূল স্তম্ভ ছিল, ইসরায়েলের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে সেই স্তম্ভকেই ধূলিসাত করে দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন।

ভারতের সুপরিচিত লেখক অরুন্ধতী রায় আবার তার সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেছেন, শুধু রাষ্ট্রীয় পর্যায়েই নয় ভারতের আমজনতা বা সাধারণ মানুষও আজ ফিলিস্তিনের প্রতি তাদের সমর্থন হারিয়ে ফেলেছেন, যে কারণে দেশের কোনও প্রান্তে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কোনও টুঁ শব্দটিও হয়নি বললেই চলে!

কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে এই নাটকীয় পটপরিবর্তনটা কীভাবে সম্পন্ন হলো?

একদা বহির্বিশ্বে ফিলিস্তিনিদের সবচেয়ে বড় বন্ধু ভারত কীভাবে তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু ইসরায়েলের সঙ্গে নির্দ্বিধায় হাত মেলাল? এই প্রতিবেদনে সংক্ষেপে উত্তর খোঁজা হয়েছে সে সব জটিল প্রশ্নেরই।

ইসরায়েলকে কূটনৈতিক স্বীকৃতির প্রেক্ষাপট

ভারতের ফিলিস্তিন নীতিতে এই পরিবর্তনের সূত্রপাত ১৯৯০র দশকের গোড়ার দিকেই, যখন ভারত ইসরায়েলের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়।

ভারতের সাবেক শীর্ষস্থানীয় কূটনীতিবিদ ও আমেরিকাতে নিযুক্ত প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত রণেন সেন এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রথম থেকেই জড়িত ছিলেন, যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হন।

এক একান্ত সাক্ষাৎকারে রণেন সেন জানাচ্ছেন, ইসরায়েলকে ভারতের স্বীকৃতি দেওয়ার এই পদক্ষেপের সূচনা হয়েছিল নিউ ইয়র্কে ১৯৮৫ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষেদের অধিবেশনের সাইডলাইনে রাজীব গান্ধীর সঙ্গে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী শিমন পেরেজের বৈঠকের মধ্যে দিয়ে।

রণেন সনের কথায়, বহুত্ববাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের প্রতি শিমন পেরেজের অঙ্গীকার রাজীব গান্ধীকে সত্যিই মুগ্ধ করেছিল। শিমন পেরেজ তাকে এটাও বোঝাতে পেরেছিলেন, ভারত যেমন সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াতে 'গণতন্ত্রের একমাত্র দ্বীপ', কিংবা জাপান পূর্ব এশিয়াতে তেমনি ইসরায়েলও পশ্চিম এশিয়াতে ঠিক তাই!

ভারত ও ইসরায়েলের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে উভয় দেশই যে উপকৃত হবে, দুই নেতাই সে ব্যাপারটায় একমত হয়েছিলেন।

এরপরই রণেন সেনকে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দেন, পরবর্তী চার বছরের মধ্যে যাতে এই লক্ষ্য (ইসরায়েলকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান) অর্জন করা যায় , সেই লক্ষ্যে একটি 'রোডম্যাপ' তৈরি করে সেই অনুযায়ী কাজকর্ম শুরু করতে।

এই পদক্ষেপগুলোর মধ্যে ছিল ডেভিস কাপ টেনিসের ম্যাচগুলোতে ইসরায়েলের জাতীয় পতাকা প্রদর্শন করা, ভারতের মাটিতে যে সব আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলাগুলো হতো তাতে ইসরায়েলি

প্যাভিলিয়নে তাদের পতাকা রাখা, বোম্বে শহরে ইসরায়েলি কনস্যুলেটকে আপগ্রেড করে তাদের কাজের পরিধি বাড়ানো ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে রাজীব গান্ধী ১৯৮৯র নির্বাচনে হারার পর ভিপি সিং ও চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বে যে দুটি স্বল্পমেয়াদি সরকার দেশের ক্ষমতায় এসেছিল, তারা কেউই এই উদ্যোগ নিয়ে এগোনোর বিশেষ গরজ দেখাননি।

ইসরায়েল অবশেষ ভারতের কূটনৈতিক স্বীকৃতি পায় পরবর্তী কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমহা রাওয়ের আমলে। রাজীব গান্ধী তার কয়েক মাস আগেই এলটিটিই-র তামিল সুইসাইড স্কোয়াডের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন।

আরাফাতকে পাশে বসিয়ে ইসরায়েলকে স্বীকৃতির ঘোষণা

ভারত যখন অবশেষে ইসরায়েলকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়, তার ঠিক আগে পিএলও-র অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসের আরাফাতকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্কর আইয়ার তখন লোকসভায় দলের এমপি, ফরেন সার্ভিসের চাকরি ছেড়ে তার কিছুকাল আগেই তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন।

সেই আইয়ার সম্প্রতি একটি স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, আরাফতের সেই সফরে তার সঙ্গে ফিলিস্তিনি নেতার একান্তে দেখা করার সুযোগ হয়েছিল।

বাতাসে তখন খুব জোর জল্পনা নরসিমহা রাও ইসরায়েলকে পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিতে চলেছেন। আমি আরাফাতকে বললাম, একমাত্র আপনিই পারেন ভারতকে এই বিপর্যয়ের পথে যাওয়া থেকে ঠেকাতে!

আরাফাত আমার কথা মন দিয়ে শুনলেন, কিন্তু কোনো মন্তব্য করলেন না, লিখেছেন মণিশঙ্কর আইয়ার।

পরদিন আমি অসহায় হয়ে দেখলাম, প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমহা রাও ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক আপগ্রেড করার কথা ঘোষণা করছেন আর ঠিক তার পাশে বসা ইয়াসের আরাফাত সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন!

আসলে তখন বিশ্বে খুব কম লোকই জানতেন, নরওয়ের মধ্যস্থতায় ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনি নেতৃত্বর মধ্যে গোপন আলোচনা চলছে এবং বিখ্যাত 'অসলো চুক্তি'ও ততদিনে চূড়ান্ত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। ১৯৯৩ সালের সেই অসলো চুক্তিই তিউনিশিয়াতে নির্বাসিত জীবন থেকে আরাফতের নেতৃত্বাধীন পিএলও-র গাজা ও পশ্চিম তীরে ফেরার পথ প্রশস্ত করে।

তবে চুক্তিতে ইসরায়েল আরও যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার অনেকগুলোই পরে রক্ষিত হয়নি।

মণিশঙ্কর আইয়ার মনে করেন, ইয়াসের আরাফাত হয়তো তখন ভেবেছিলেন ভারত যদি ইসরায়েলের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে সম্ভবত ১৯৬৭ সালে জাতিসংঘের প্রতিশ্রুত 'টু স্টেট সলিউশন' (দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান) অর্জনে ফিলিস্তিনের সুবিধা হবে।

কিন্তু বাস্তবে সেটা তো হয়ইনি বরং ইসরায়েলের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা ভারতের কাছ থেকে ফিলিস্তিনিদের দূরত্বই শুধু বাড়িয়েছে।

ভারতের 'নৈতিকতার কম্পাসই দিকভ্রষ্ট'

দিল্লির জেএনইউ-তে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এমেরিটাস অধ্যাপক ও ইতিহাসবিদ জোয়া হাসানের পর্যবেক্ষণ, ১৯৯২-র পর থেকেই ফিলিস্তিনের প্রতি ভারতের সমর্থনে ভাঁটা পড়তে শুরু করে, তবে তা মারাত্মক মোড় নেয় ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর।

জাতীয় স্বার্থ, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক বাস্তববাদের দোহাই দিয়ে ভারতে একটার পর একটা সরকার ইসরায়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে।

বিশেষ করে ১৯৯৯-র কার্গিল যুদ্ধর পর থেকেই ভারত যখন তাদের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বাড়াতে ইসরায়েল থেকে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানি শুরু করে, এই ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পায়। এখন ক্রমে ক্রমে ভারত ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা ক্রেতায় পরিণত হয়েছে, জানাচ্ছেন জোয়া হাসান।

আর এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছে ভারত ও ফিলিস্তিনের বহু বছরের আস্থার সম্পর্ক।

জোয়া হাসানের কথায়, মোদীর বিজেপি সরকারের আমলে ভারত-ইসরায়েলের এই স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ একটা ভিন্ন মাত্রা নিতে থাকে। ইসরায়েলি ব্র্যান্ডের 'হার্ডলাইন জাতীয়তাবাদ' ও 'সিকিওরিটি-ফার্স্ট ডকট্রিন'কে ভারতও ক্রমশ আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরতে শুরু করে।

বিগত বহু দশক ধরে ভারত যে নৈতিকতা ও মানবিকতার ভিত্তিতে অবস্থান নেওয়ায় বিশ্বাসী ছিল, সেখান থেকেই তারা ধীরে ধরে সরে আসে।

এই পরিবর্তনটাকেই তিনি 'নৈতিকতার স্পষ্টতা' থেকে 'সুচিন্তিত অস্পষ্টতা' (ক্যালকুলেটেড অ্যামবিগুইটি) বলে বর্ণনা করছেন, বলছেন এর মাধ্যমে ভারতের নৈতিকতার কম্পাসের কাঁটাটাই আসলে সরে গেছে।

জোয়া হাসানের মতে, আর এরই পরিণতিতে বিশেষত গত দু'বছর ধরে গাজার ওপরে যখন প্রলয়ঙ্করী বিপর্যয় নেমে এসেছে ৫৫ হাজারেরও বেশি নারী-পুরুষ-শিশু নিহত হয়েছেন, শরণার্থী শিবির বা হাসপাতালে বোমাবর্ষণ করা হয়েছে কিংবা খাদ্য-পানীয় জল বা ওষুধের সরবরাহ পর্যন্ত ছিন্ন করা হয়েছে ভারত ইসরায়েলের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেনি।

আরও লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, ভারত যাতে তাদের ফিলিস্তিন-পন্থী পররাষ্ট্রনীতিতে ফিরে আসে, তার জন্যও কিন্তু দেশের জনমতে বা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্যে তেমন কোনও জোরালো দাবি নেই।

জোয়া হাসানের কথায়, ভারতের রাজনীতি যেমন দক্ষিণপন্থার দিকে ঝুঁকেছে, তেমনি ইসরায়েলকে নিয়ে ভারতের সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীও যথারীতি বিবর্তিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ঠিক দু'বছর আগেই আহমেদাবাদে বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচের সময় ভারতীয় দর্শকরা মাঠে ইসরায়েলের সমর্থনে স্লোগান দিয়েছিলেন, পোস্টার ও ব্যানার নিয়ে এসেছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়াতে সঙ্গে সঙ্গে সে ছবি পোস্ট করে উল্লাস জানিয়েছিলেন দিল্লিতে ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত।

সাম্প্রতিক এক পিউ রিসার্চ জরিপেও দেখা গেছে, অন্তত ৩৪ ভারতীয় গাজাতে ইসরায়েলের হামলাকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানাচ্ছেন যেখানে ইসরায়েলের ভূমিকায় আপত্তি আছে ২৯ ভারতীয়ের।

ওই সার্ভে আরও দেখিয়েছে, ভারতে ইসরায়েলের সমর্থকের সংখ্যা আসলে বহু পশ্চিমা দেশের চেয়েও অনেক অনেক বেশি।

'ভারতীয়রা আর ফিলিস্তিনিদের ভালোবাসেন না'

ভারতের বুকার পুরস্কার জয়ী লেখক-অ্যাক্টিভিস্ট অরুন্ধতী রায় সম্প্রতি নিউ ইয়র্কে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে দাবি করেছেন, বছরকয়েক আগেও ফিলিস্তিনি জনতার সংগ্রামে ভারতের সাধারণ মানুষের যে সমর্থন আর ভালবাসা ছিল তা এখন পুরোপুরি অন্তর্হিত।

জিটিও-র মেহদি হাসানের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি তার কিছুদিন আগের একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও শেয়ার করেন।

অরুন্ধতী রায় জানান, আমি বেইরুটে গিয়ে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে কথা বলছিলাম, ফিলিস্তিন প্রশ্নে ভারতের অবস্থান পাল্টে গেছে এসব নিয়ে কথা হচ্ছিল।

ওরা অনেকেই তখন বললেন, তোমাদের দেশে সরকার বদলেছে, তাদের অবস্থান হয়তো বদলেছে। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ নিশ্চয়ই এখনও আমাদের ভালোবাসেন।

তখন তাদের ভুলটা ভাঙাতেই হলো, বলতেই হলো কুড়ি বছর আগে হয়তো বাসতেন কিন্তু এখন আর বাসেন না!

অরুন্ধতী রায় আসলে বিশ্বাস করেন, আগে ফিলিস্তিনের বন্ধু রাষ্ট্র হলেও ভারত এখন আর তাদের বন্ধু নয় নিপীড়িত মানুষের সঙ্গী হিসেবে ভারতের যে মর্যাদার জায়গাটা ছিল, সেটাও তারা খুইয়েছে।

মেহদি হাসানকে তিনি উদাহরণ দিয়ে আরও বলেন, গাজায় ইসরায়েলের এমন বিধ্বংসী হামলার পর ভারতে তার কোনও প্রতিবাদ হয়নি বললেই চলে।

আর যদি ধরি মাত্র জনাকুড়ি লোকও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে একজোট হয়, তাহলে পুলিশ বা প্রশাসনকে এসে ওটা ভাঙতে হবে না তার আগে রাস্তার সাধারণ মানুষই এসে ওটা ছত্রভঙ্গ করে দেবে।

এই ধরুন দোকানদাররাই এসে ওগুলো ভেঙে দেবে, দেশে যে রাইট উইং ইকোসিস্টেম তৈরি হয়েছে তারাই এসব প্রতিবাদ করতে দেবে না, বলেন তিনি।

বিজেপির হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ ও ইসরায়েলের ইহুদীবাদী জাওনিজমের মধ্যে যে আদর্শগত সাদৃশ্য, সেই মিলটাই এই দুই শক্তিকে ক্রমশ কাছাকাছি এনেছে এ কথা বলতেও অরুন্ধতী রায়ের কোনো দ্বিধা নেই।

প্রায় আশি শতাংশ হিন্দুর দেশ ভারতের প্রায় একশো শতাংশ মুসলিম-অধ্যুষিত ফিলিস্তিনকে সমর্থন করতে স্বাধীনতার পর প্রথম পঞ্চাশ বছর অন্তত কোনও সমস্যা হয়নি।

রাষ্ট্রীয় নীতিতেও তখন আপাতদৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষতা, নৈতিকতা বা মানবিকতারই প্রাধান্য ছিল।

কিন্তু অরুন্ধতী রায়ের মতো ভারতে অনেক পর্যবেক্ষকই এখন মানেন, ধর্মের সেই ব্যবধান আজ ফিলিস্তিনি ও ভারতীয়দের মধ্যে দূরত্ব তৈরিতে বিরাট একটা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে, ভারতের আমজনতার একটা খুব বড় অংশ ফিলিস্তিনকেও ইসরায়েলের চোখ দিয়েই দেখতে শুরু করেছে!

পাঠকের চিঠি

সফলতার চাবিকাঠি!

একটি সময়ের পরে বোর্ডের পরীক্ষায় মার্কসিটে প্রাপ্ত নম্বরের গুরুত্ব কমে আসে। বিভিন্ন পেশাদারি পরীক্ষায় যখন কোনো পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় বসেন তখন বিষয়গত জ্ঞানের পাশাপাশি তার জেনারেল ইন্টেলিজেন্সর উপরে গুরুত্ব বাড়ে। তাই অনেক সময়ে দেখা যায় কেউ বোর্ডের পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়েও পেশাদারি ক্ষেত্রে এসে পিছিয়ে পড়ে। আসলে ডিগ্রি অর্জনে সিলেবাসভিত্তিক পড়াশোনা আর বিভিন্ন পেশাদারি ক্ষেত্রে পড়ার ধরন অনেকটাই আলাদা হয়ে থাকে।সাধারণ বুদ্ধিমত্তা কখনই একটি বিস্তৃত মানসিক ক্ষমতার অস্তিত্বকে প্রকাশ করেনা। তাই বোর্ড পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর কখনই সাফল্যের চূড়ান্ত চিহ্ন না।

শংকর সাহা, পতিরাম, দ.দিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এ. ২৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং শিবাশাই পব্লিকেশন প্রা. লি., রাতু কাঠিটান্ড, টিংডর বাগানের পাশে, রাতু, রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Shivashai Publication Private Ltd, Ratu Kathitand, Tender Bagicha, Ratu, Ranchi, Published at A. 24, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834002, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

জুবিনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধার্থ শর্মা, সন্দীপন গর্গ, পরেশ বৈশ্য এবং নন্দেশ্বর বরাকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ আদালতের

অভিযুক্তদের স্বপক্ষে আদালতে একজন আইনজীবী না থাকার ফলে আইনি সাহায্যের দাবি শ্যামকানু মহন্তের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সিঙ্গাপুরে হৃদয়ের আপন কিংবদন্তি শিল্পী জুবিন গর্গের রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে সাত জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে এসআইটি। এছাড়া এই মামলায় ৫০ জনের অধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পাশাপাশি তাদের স্টেটমেন্ট নিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা। ১৪ দিনের হেফাজত শেষ হওয়ার পর গ্রেপ্তার হওয়া সাত জনের মধ্যে পাঁচজনকে আদালতে হাজির করিয়ে ছিল এসআইটি। অবশেষে অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধার্থ শর্মা, সন্দীপন গর্গ, পরেশ বৈশ্য এবং নন্দেশ্বর বরাকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ আদালত। অভিযুক্তদের স্বপক্ষে আদালতে একজন আইনজীবী না থাকার ফলে আইনি সাহায্যের দাবি জানান শ্যামকানু মহন্ত।

সিঙ্গাপুরে আযোজিত নর্থইস্ট ফেস্টিভ্যালে অংশ নিতে গিয়ে গত ১৯ সেপ্টেম্বর অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে সমুদ্রে প্রাণ হারিয়েছেন অসমের সম্পদ হৃদস্পন্দন জুবিন গর্গ। এরপরে জুবিনকে ন্যায় দেওয়ার উদ্দেশ্যে গঠন করে দেওয়া এসআইটি নিজেদের তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে গত ২ অক্টোবর দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে নর্থইস্ট ফেস্টিভ্যালের আযোজক শ্যামকানু মহন্ত এবং জুবিনের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা। পরবর্তীকালে বেশ কয়েকদিন জেরা করার পর গ্রেফতার করা হয়েছে জুবিনের সঙ্গে সিঙ্গাপুরে যাওয়া শিল্পী অমৃতপ্রভা মহন্ত এবং তার সহযোগী বাদ্য যন্ত্র বাদক শেখরজ্যোতি গোস্বামী। একইভাবে সিঙ্গাপুরে যাওয়া জুবিনের আত্মীয় ভাই তথা অসম পুলিশে ডিএসপি হিসেবে কর্মরত সন্দীপন গর্গকে গত ৮ অক্টোবর গ্রেপ্তার করেছে এসআইটি। অবশেষে গত ১০ অক্টোবর জুবিনের দেহরক্ষী হিসেবে নিযোজিত অসম পুলিশের বিশেষ শাখার হেড কনস্টেবল পরেশ বৈশ্য এবং কনস্টেবল নন্দেশ্বর বরাকে গ্রেপ্তার করেছিল তদন্তকারী সংস্থা।

গ্রেফতার হওয়া শ্যামকানু মহন্ত এবং সিদ্ধার্থ শর্মাকে ১৪ দিনের এসআইটি হেফাজতে পাঠিয়েছিল আদালত। অবশেষে হেফাজতের সময়সীমার মেয়াদ অতিক্রম করার পর এদিন তাদের দুইজনকে সিজেএম আদালতে হাজির করিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা। এই দুইজনের সঙ্গে সন্দীপন গর্গ পরেশ বৈশ্য এবং নন্দেশ্বর বরাকেও আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। তাৎপর্যপূর্ণভাবে আদালতের শুনানির সময় এই পাঁচজনের পক্ষে কোনো আইনজীবী অংশগ্রহণ করেননি। এক্ষেত্রে শ্যামকানু মহন্ত আদালতকে জানান তিনি দিল্লির আইনজীবী চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি দিল্লির আইনজীবী এই মামলায় নিযোগ করতে পারেন না। ফলে স্থানীয়ভাবে তাকে যেন একজন আইনজীবী দেওয়া হয়। এভাবেই আদালতে আইনি সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানান মহন্ত। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সারা অসাম উকিল সংস্থার কোনো আইনজীবী ব্যক্তিগত ভাবে শ্যামকানু মহন্ত কিংবা অন্যান্য অভিযুক্তদের হয়ে ওকালতি করবেন না। কিন্তু আদালত তাদের এলএডিসিতে পাঠানোর পর কোনো আইনজীবী তাদের হয়ে ওকালতি করলে উকিল সংস্থার এক্ষেত্রে আপত্তি থাকবে না বলে সংগঠনটির তরফে জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে গুয়াহাটি কেন্দ্রীয় কারাগারে তাদের না পাঠানোর জন্য আদালতের প্রতি আবেদন জানান জুবিনের মৃত্যু মামলায় অভিযুক্ত এই পাঁচজন ব্যক্তি। বিশেষ করে গুয়াহাটি কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হলে জীবনের প্রতি হুমকি থাকবে বলে অভিযুক্তরা আদালতে নিজেরদের মতামত তুলে ধরেন। অবশেষে আদালত তাদের বাক্সা জেলার নিকাশিতে নবনির্মিত কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। উল্লেখ্য গত দুই মাস আগে এই নবনির্মিত কারাগারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রায় ২০০০ বন্দী থাকার ব্যবস্থা রয়েছে এই কারাগারে। নতুন করে নির্মাণ হলেও বর্তমান এই কারাগারে কোনো বন্দী নেই। এছাড়াও অন্যান্য জেলার কয়েকটি কারাগারে অভিযুক্তদের পাঠানোর চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল। কিন্তু অবশেষে তাদের বাক্সা জেলার নিকাশির নবনির্মিত কারাগারে পাঠানোর ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নির্দেশ জারি করেছে আদালত। ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ এ পাঁচজন অভিযুক্তকে আদালত থেকে সরাসরি বাক্সার কারাগারে নিয়ে এসেছে পুলিশ। তবে তাদের বাক্সার কারাগারে নিয়ে আসাকে কেন্দ্র করে সেখানে ভয়াবহ অপ্রীতিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। অবশেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

অন্যদিকে সকলের প্রিয় হৃদয়ের শিল্পী জুবিন গর্গের রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজ্যে নেপালের মত পরিস্থিতির সৃষ্টি করা প্রচেষ্টা করা হচ্ছে বলে বহুবার মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অবশেষে সারা রাজ্য জুড়ে না হলেও বাকসা জেলায় নেপাল সদৃশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। জুবিনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তদের আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী বাক্সা জেলার নবনির্মিত কারাগারে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে সাধারণ জনতার বিক্ষোভের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকশো প্রতিবাদকারীরা পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ স্তরের সংঘর্ষ লিপ্ত হয়েছেন। পুলিশকে লক্ষ্য করে ঢিল, পাথর ছোড়ার পাশাপাশি একাধিক পুলিশ এবং সাংবাদিকদের বাহনে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এর ফলে শতাধিক পুলিশ, সাংবাদিক, প্রতিবাদকারী আহত হয়েছেন।লাঠি চালিয়ে, কাঁদানো গ্যাস প্রযোগে এবং শূন্যে গুলি চালিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা করেছে পুলিশ। রেপিড একশন ফোর্স সহ ৫ জেলা থেকে অতিরিক্ত ভাবে পুলিশ বাহিনী সেখানে পাঠানো হয়েছে। বাক্সা জেলায় বিএনএস এর ১৬৩ ধারা জারি করে সাময়িক অনির্দিষ্ট কালীন ভাবে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ ঘোষণা করেছে প্রশাসন।

জুবিনের রহস্যজনক মৃত্যু ক্ষেত্রে পাঁচজন অভিযুক্তকে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী বাক্সা জেলার নবনির্মিত কারাগারে নিয়ে আসার সময় বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষ একত্রিত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়েছেন। এমনকি অভিযুক্তদের নিয়ে যাওয়া বাহন গুলোতে আক্রমণের প্রচেষ্টা করেন একাংশ ব্যক্তি। এরই মধ্যে নবনির্মিত কারাগারের সম্মুখে হাজার হাজার ব্যক্তি একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ জানানো শুরু করেন। এরই মধ্যে অভিযুক্তদের নিয়ে পুলিশের এসকর্ট সহ বাহন গুলো কারাগারে পৌঁছানোর পর সমবেত একাংশ জনতা সেগুলোকে লক্ষ্য করে পাথর ঢিল ছোটা শুরু করেন। এর ফলে বেশ কয়েকটি বাহনের গ্লাস ভেঙ্গে যাওয়ার পাশাপাশি বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরই মধ্যে একাংশ ব্যক্তির উগ্র প্রতিবাদের জেরে প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জ শুরু করে পুলিশ। এমনকি তাদের ছত্র ভঙ্গ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের উদ্দেশ্যে কাঁদানো গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়।

বাধ্য হয়ে পুলিশের এই পদক্ষেপের জেরে সাধারণ জনতা অধিক উগ্র হয়ে ওঠে। এরপর তারা অনবরতভাবে ঢিল পাথর ছোড়া শুরু করেন। এদিকে প্রতিবাদকারীদের এই পাথরের আঘাতে বহু পুলিশ আহত হওয়ার পাশাপাশি একাংশ সাংবাদিক গুরুতরভাবে আঘাত পেয়েছেন। প্রতিবাদকারীরা কারাগারের বাইরে থাকা পুলিশের তিনটি বাহন জ্বালিয়ে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত করে দেয়। এছাড়া মোটরসাইকেল বাইক স্কুটি পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি একটি স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের বোলেরো গাড়ি পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিয়েছেন প্রতিবাদকারীরা। অবশেষে নিরুপায় হয়ে পুলিশ প্রথমে শূন্যতে গুলি ছোড়ার পাশাপাশি পরবর্তীকালে প্রতিবাদকারীদের পায়ের দিকে লক্ষ্য করে এগুলি চালিয়েছিল। এর ফলে দুইজন প্রতিবাদকারীর শরীরে গুলি লাগে। তাদের কখনো ভাবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও তারা বর্তমান বিপদমুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন ডাক্তাররা।

এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী সেই কারাগারে পাঠানো হয়। বিশেষ করে নলবাড়ি, বরপেটা, কামরূপ গ্রাম্য এবং গুয়াহাটি থেকে রেপিড একশন ফোর্স সহ হাজার হাজার পুলিশ বাহিনীর জওয়ান বাক্সা জেলার নবনির্মিত কারাগারে পাঠানো হয়। অবশেষে সন্ধ্যায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এরই মধ্যে জেলা প্রশাসনের তরফে বিএনএস এর অধীনে ১৬৩ ধারা বলবৎ করা হয়েছে। এই নির্দেশের ফলে বাক্সা জেলায় একসঙ্গে পাঁচ জন ব্যক্তি একত্রিত হতে পারবেন না। এছাড়া সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে অসম পুলিশের যাবতীয় ছুটি বাতিল করা হয়েছে। তবে স্বাস্থ্য জনিত কারণে তারা ছুটি নিতে পারবেন বলে নির্দেশে উল্লেখ রয়েছে। একইভাবে বাক্সা জেলায় মোবাইল পরিষেবা সাময়িকভাবে কর্তন করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত প্রতিটি মোবাইল পরিষেবা এই জেলায় বন্ধ থাকবে বলে প্রশাসনের ওরফে নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

টুকরো খবর

অবশেষে সিআইডি কার্যালয়ে হাজির সিঙ্গাপুর থেকে বাকি তিনজন অর্থাৎ সুস্মিতা গোস্বামী, প্রীতম ভূঁইয়া এবং দেবজ্যোতি হাজারিকার

জুবিনের ভুয়ো পোস্টমর্টেম রিপোর্ট সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ঘোষণা এসডিজিপি আইপিএস মুন্না প্রসাদ গুপ্তার

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ রাজ্যবাসীকে আবেগিক করে তোলা শিল্পী জুবিন গর্গের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে তদন্ত অভিযান অব্যাহত রেখেছে এসআইটি। ইতিমধ্যে তদন্তকারী সংস্থার সম্মুখে একের পর এক সিঙ্গাপুরের প্রবাসী অসমীয়া হাজির হচ্ছেন। অবশেষে বাকি থাকা তিনজন অর্থাৎ সুস্মিতা গোস্বামী, প্রীতম ভূঁইয়া এবং দেবজ্যোতি হাজারিকা সিআইডি কার্যালয়ে এসে এসআইটির জেরার সম্মুখীন হয়েছেন। এই তিনজন নিয়ে সিঙ্গাপুরের মোট ১০ জন প্রবাসী অসমীয়া এসআইটির সম্মুখে হাজির হয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। এছাড়া জুবিনের ভুযো পোস্টমর্টেম সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে বলে ঘোষণা করেছেন এসডিজিপি আইপিএস মুন্না প্রসাদ গুপ্তা। সিঙ্গাপুরে জুবিনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর সময় মোট ১১ জন প্রবাসী অসমীয়া তার কাছে ছিলেন। এদিন তিনজন সিআইডি কার্যালয়ে এসে স্টেটমেন্ট দেওয়ার পর শুধুমাত্র একজনের রাজ্যে আসা বাকি রয়েছে। অর্থাৎ ১১ জন প্রবাসী অসমীয়ার মধ্যে ১০ জন ইতোমধ্যে সিআইডি কার্যালয়ে হাজির হয়েছেন। অন্যদিকে এর মধ্যে বাকি থাকা ওয়াজিদ আহমেদ যেহেতু সিঙ্গাপুরের নাগরিকত্ব নিয়েছেন ফলে তাকে সিআইডি কার্যালয় আসার জন্য নির্দেশ জারি করতে পারছে না এসআইটি। তবে তিনি স্বয়ং রাজ্যে এসে নিজের বক্তব্য দেবেন বলে তদন্তকারী সংস্থাকে জানিয়েছেন। তবে এর জন্য তার কিছু দিনের সময়ের প্রযোজন হবে বলে আগাম জানিয়ে রেখেছেন ওয়াজিদ আহমেদ। এসআইটির প্রধান তথা এসডিজিপি আইপিএস মুন্না প্রসাদ গুপ্তা এদিন সকালে বলেন ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুর থেকে সুস্মিতা গোস্বামী এবং প্রীতম ভূঁইয়া এসে হাজির হয়েছেন। পরবর্তী সময়ে এদিনের মধ্যেই দেবজ্যোতি হাজারিকা সিআইডি কার্যালয়ে হাজির হবেন বলে তাদের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এসআইটি এই মামলার তদন্তের প্রক্রিয়া পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে নিয়ে

যাচ্ছে। তদন্ত প্রক্রিয়া সঠিকভাবে চলছে। সিঙ্গাপুরে গিয়ে এসআইটির একটি দল তদন্ত করতে চায় বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সেই দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল এর কার্যালয়ে আবেদন করা হয়েছিল। এবার তারা এক্ষেত্রে অনুমতি দিয়ে কোন কোন অফিসার সেখানে যেতে চান সেটার তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছে। সেই হিসেবে ইতিমধ্যে এসআইটি সে নামের তালিকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মাধ্যমে সিঙ্গাপুরে পাঠিয়ে দিয়েছে বলে জানান তিনি। অন্যদিকে জুবিনের ভুযো পোস্টমর্টেম রিপোর্ট সামাজিক মাধ্যমে আচমকা ছড়িয়ে যাওয়া সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুন্না প্রসাদ গুপ্তা। তিনি বলেন যেই তথাকথিত পোস্টমর্টেম রিপোর্ট সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে সেটা প্রামানিক কিংবা বিশুদ্ধ নয়। এই ভুযো পোস্টমর্টেম রিপোর্টটি ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে সেখানে কোনো ডাক্তারের সই নেই। যেকোনো পোস্টমর্টেম রিপোর্টে ডাক্তারের সই থাকা বাধ্যতামূলক। ফলে কোনো ডাক্তারের সই না থাকা এই পোস্টমর্টেম সত্য নয়। যেই পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এসআইটির হাতে জমা পড়েছে সেটা ভিন্ন ধরনের রিপোর্ট। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে যেটা ছড়িয়েছে সেটাতে যেহেতু ডাক্তারের সই নেই ফলে সেটাকে শুদ্ধ বলে উল্লেখ করা যাবে না। উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে কেউ এই ভুযো পোস্টমর্টেম রিপোর্ট ছড়িয়ে দিয়েছে কিনা সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন সেটা হতে পারে। তবে এই বিষয়টি সূক্ষ্ম ভাবে তদন্ত করা হবে। ফলে কোনো ধরনের ফেক নিউজ কিংবা ভুয়া খবর প্রচার না করার জন্য প্রত্যেকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এসআইটির মুরুব্বী। তিনি বলেন তদন্তকারী সংস্থা সামাজিক মাধ্যম মনিটর করছে। বিভ্রান্ত মূলক কিংবা সাধারণ জনতার মধ্যে ভুল অথবা অসত্য খবর ছড়িয়ে দেওয়া হলে সেটা অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। এক্ষেত্রে একশন নেবে পুলিশ। ফলে কেউ যেন ভুয়া খবর প্রচার না করেন বলে ফের একবার সতর্ক করে দিয়েছেন এসডিজিপি আইপিএস মুন্না প্রসাদ গুপ্তা।

এশিয়া কাপের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে এবার আরেকটি স্বীকৃতি পেলেন অভিষেক

মুম্বাই ঃ প্রথমবারের মতো আইসিসি মাসসেরা পুরুষ ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন ভারতের অভিষেক শর্মা। নারীদের মাসসেরা হলেন আরেক ভারতীয় ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা।

সর্বশেষ এশিয়া কাপ টিটোয়েন্টিতে ২০০ স্ট্রাইক রেট ও ৪৪.৮৫ গড়ে করেছিলেন সর্বোচ্চ ৩১৪ রান। টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বেশি চার ও ছক্কাও তাঁর। জিতেছেন টুর্নামেন্টসেরার পুরস্কারও। সেপ্টেম্বর তাই আক্ষরিক অর্থেই অভিষেক শর্মার মাস হয়ে ছিল। ভারতীয় এই ওপেনার এবার পেলেন সেটির আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি। আইসিসির সেপ্টেম্বর মাসের সেরা পুরুষ খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন অভিষেক।

নারীদের সেরাও হয়েছেন এক ভারতীয় ওপেনারস্মৃতি মান্ধানা। সেপ্টেম্বরে চারটি ওয়ানডে ম্যাচ খেলে ১৩৫.৬৮ স্ট্রাইক রেটে ও ৭৭ গড়ে ৩০৮ রান করেন মান্ধানা। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ভারতকে উপহার দেন ৫৮, ১১৭ ও ১২৫ রানের ইনিংস। মাসসেরার লড়াইয়ে অভিষেক পেছনে ফেলেছেন সতীর্থ কুলদীপ যাদব ও জিম্বাবুয়ের ব্রায়ান বেনেটকে। এশিয়া কাপে সর্বোচ্চ ১৭ উইকেট নিয়েছিলেন কুলদীপ। আর বেনেট গত মাসে নয়টি টিটোয়েন্টি ম্যাচ খেলে ১৬৫.৬৬ স্ট্রাইক রেটে ও ৫৫.২২ গড়ে করেছিলেন ৪৯৭ রান। আইসিসি টিটোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ব্যাটসম্যান অভিষেক এশিয়া কাপের সময়ে রেকর্ড ৯৩১ রেটিং পয়েন্টও তোলেন। ছাড়িয়ে যান ২০২০ সালে ইংল্যান্ডের ডেভিড মালানের তোলা ৯১৯ রেটিং পয়েন্ট।

প্রথমবারের মতো আইসিসির মাসসেরা হয়ে অভিষেক বলেছেন, 'আইসিসির পুরস্কার জিততে পেরে সত্যিই দারুণ অনুভূতি হচ্ছে, বিশেষ করে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ জিততে আমি দলের হয়ে অবদান রাখতে পেরেছি। এমন একটি দলের অংশ হতে পেরে আমি গর্বিত। টিটোয়েন্টিতে আমাদের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সই দলের অসাধারণ সংস্কৃতি ও ইতিবাচক মানসিকতা প্রমাণ করে।'

মান্ধানা এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো মাসসেরা নারী ক্রিকেটারের স্বীকৃতি পেলেন। প্রথমবার তিনি এই পুরস্কার জিতেছিলেন গত বছরের জুনে। মাসসেরার লড়াইয়ে এবার মান্ধানা পেছনে ফেলেছেন পাকিস্তানের সিদরা আমিন ও দক্ষিণ আফ্রিকার তাজমিন ব্রিটসকে।

বর্তমানে ঘরের মাঠে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ নিয়ে ব্যস্ত থাকা মান্ধানা বলেছেন, 'সেপ্টেম্বর মাসের সেরা হতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। এ ধরনের স্বীকৃতি আমাকে আরও ভালো খেলোয়াড় হয়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করবে।'

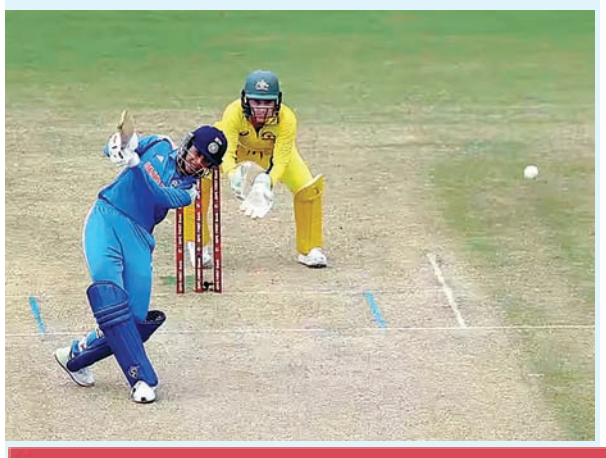

জন্মদিনের পার্টিতে উচ্চ স্বরে গান বাজানোয় ভিনিসিয়ুসের বিরুদ্ধে মামলা

প্যারিস ঃ জন্মদিনের পার্টিতে হইহুল্লোড় করে প্রতিবেশীদের শান্তি বিঘ্নিত করার অভিযোগে মামলা করা হয়েছে ব্রাজিল ও রিয়াল মাদ্রিদের তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের বিরুদ্ধে। রিও ডি জেনিরোর ভারজেম গ্রান্দের লাজেদো পার্টি হাউসে নিজের ২৫তম জন্মদিন উদ্যাপন করেন ভিনিসিয়ুস। গত ১২ জুলাই ২৫তম জন্মদিন ছিল তাঁর। মামলা হওয়ার খবরটি জানিয়েছে ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম 'ও গ্লোবো'।

ভিনিসিয়ুসকে বিরুদ্ধে পুলিশ স্টেশনে অভিযোগটি করেছেন আন্তোনিও জোসে দি সুজা নামে স্থানীয় এক ব্যক্তি। আন্তোনিওর দাবি, ভিনিসিয়ুসের জন্মদিনের পার্টি গত ১৯ জুলাই শুরু হয়ে ২১ জুলাই ভোর চারটায় শেষ হয়। এ সময় পার্টিতে উচ্চ স্বরে গান বাজানো হয় এবং হইহুল্লোড়ে শুধু আন্তোনিওর নিজের নয়, আশপাশের প্রতিবেশীদেরও অসুবিধা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

আন্তোনিও আরও জানিয়েছেন, মিলিটারি পুলিশ ডাকা হয়েছিল। কারণ, ভিনিসিয়ুসের পার্টিতে আলোকসজ্জার রশ্মি, শব্দযন্ত্রের উচ্চ স্বর, চিৎকার-চেঁচামেচি সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মিলিটারি পুলিশ ভিনির পার্টিতে গিয়ে তাঁকে উচ্চ স্বরে গান বাজানো বন্ধ করতে কিংবা গানের সাউন্ড কমাতে বলে। ভিনি এ আদেশ মেনেছেন। কিন্তু মিলিটারি পুলিশ চলে যাওয়ার পর আবারও আগের মতো উচ্চ স্বরে গান বাজানো শুরু হয় জন্মদিনের উৎসবে। ব্রাজিলের আরজে কোর্ট অব জাস্টিসের বরাত দিয়ে সিএনএন ব্রাজিলের খবর, মামলাটি ব্রাজিলের নবম বিশেষ আদালতে প্রক্রিয়াধীন। আগামী ৬ নভেম্বর শুনানি হবে।

ও গ্লোবো এ বিষয়ে ভিনির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। রিয়াল তারকার প্রেস অফিস থেকে বলা হয়েছে, মামলার বিষয়ে ভিনি এখনো কোনো নোটিশ পাননি। সিএএনএন ব্রাজিলের পক্ষ থেকে ভিনির আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছিল। এ বিষয়ে এখনো পর্যন্ত তাদের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

ব্রাজিলের আইন অনুযায়ী, 'অন্যদের কাজে কিংবা শান্তিতে বিঘ্ন ঘটালে' ১৫ দিন থেকে সর্বোচ্চ তিন মাস কারাবাসের শাস্তির পাশাপাশি জরিমানাও হতে পারে।

ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম এর আগে জানিয়েছিল, নিজের জন্মদিনের পার্টিতে লাইভ পারফরম্যান্সের ব্যবস্থা রেখেছিলেন ভিনিসিয়ুস। যুক্তরাষ্ট্রের র‍্যাপার ট্রাভিস স্কট সেখানে পারফর্ম করেন। আতশবাজি ও বিনোদন পার্কের মতো বিভিন্ন ব্যবস্থা করে জন্মদিন উদ্যাপন করেন এই ফরোয়ার্ড। সংবাদমাধ্যমের মতে, ভিনিসিয়ুসের জন্মদিন উদ্যাপনে প্রায় ৫০০ অতিথি এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন তাঁর রিয়াল সতীর্থ এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা ও ব্রাজিলের পপ তারকা আনিত্তা।

ইতালিকে বিশ্বকাপে তুলতে না পারলে দেশ ছাড়বেন কোচ

প্যারিস ঃ ইউরোপের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে 'আই' গ্রুপে নিজেদের সর্বশেষ দুই ম্যাচে জয় পেয়েছে ইতালি। এস্তোনিয়াকে ৩-১ গোলে হারানোর পর গত পরশু রাতে ইসরায়েলকে হারায় ৩-০ গোলে। ইতালি কোচ জেনারো গাত্তুসো বলেছেন, চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ করে নিতে পারলেই কেবল তিনি কৃতিত্ব নেবেন। নতুবা ইতালি ছেড়ে চলে যাবেন।

ইসরায়েলকে হারিয়ে 'আই' গ্রুপে শীর্ষে দুইয়ে থাকা নিশ্চিত করেছে ইতালি। তাতে অন্তত প্লেঅফ খেলা নিশ্চিত। তবে সরাসরি বিশ্বকাপে যেতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে হবে। ইতালি পিছিয়ে আছে এখানেই। যদিও দলটির গ্রুপসেরা হওয়ার সুযোগ আছে এখনো।

গ্রুপ পর্বে এখনো দুটি ম্যাচ আছে ইতালির। এ দুই ম্যাচে ইতালির প্রতিপক্ষ মলদোভা ও নরওয়ে। ৬ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে 'আই' গ্রুপের শীর্ষে নরওয়ে। সমান ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ইতালি। গোলের হিসাবে ইতালির (১০) চেয়ে বেশ বড় ব্যবধানে এগিয়ে নরওয়ে (২৬)।

লুসিয়ানো স্পালেত্তির জায়গায় গত জুনে ইতালি কোচের দায়িত্ব নেন গাত্তুসো। তাঁর অধীনে চার ম্যাচের সব কটিই জেতার পাশাপাশি এই পথে ১৬ গোল করেছে ইতালি। তবে গাত্তুসোর কাছে এসবের মূল্য নেই। সর্বশেষ দুটি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ না পাওয়া ইতালিকে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার টিকিট পাইয়ে দেওয়াই মূল লক্ষ্য সাবেক এই মিডফিল্ডারের। শুধু এই লক্ষ্য পূরণ করতে পারলেই ইতালির কোচ হিসেবে তিনি কৃতিত্ব নিতে চান। নইলে কী করবেন, সেটাও বলেছেন পরশু সংবাদ সম্মেলনে, 'লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারলে কৃতিত্ব নেব। অন্যথায় ইতালি ছেড়ে যাব। এখনই বেশ দূরে অবস্থান করছি। আরও দূরে চলে যাব।'

ইতালিকে বিশ্বকাপে তুলতে ঘুমের সময়ও কমে গেছে গাত্তুসোর। এসি মিলানের হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ইতালির হয়ে বিশ্বকাপজয়ী সাবেক এ ফুটবলার বলেছেন, 'ফেডারেশন, সভাপতি এবং বুফনকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে হবে। দল ১৬ গোল করবে ভাবিনি। এটা তাদের কৃতিত্ব। আমার অবদান খুব সামান্য। আমরা অনেক পরিশ্রম করি। খুব বেশি ঘুমাতে পারি না। তবে আমরা এটা করছি, কারণ জয় পেলে ভালো লাগে।'

আগামী মাসে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে মলদোভা ও নরওয়ের মুখোমুখি হবে ইতালি। ১৪ নভেম্বর মলদোভার মুখোমুখি হওয়ার পর ১৭ নভেম্বর ইতালির প্রতিপক্ষ নরওয়ে। সরাসরি বিশ্বকাপে খেলতে ইতালিকে নিজেদের দুটি ম্যাচই জিততে হবে। আর প্রার্থনা করতে হবে নরওয়ে যেন অন্য ম্যাচটিতেও পয়েন্ট হারায়।

উচ্চ মাধ্যমিকে ২০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ফলাফলের পেছনে কারণ কী?

ঢাকা (সজল দাস)ঃ বাংলাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক বা এইচএসসি পরীক্ষায় গত ২০ বছর ধরে গড় পাশের হার ৬০ শতাংশের ওপরে ছিল। বিশেষ করে করোনা মহামারির পর গত চার-পাঁচ বছরে গড় পাশের হার ছিল ৮০ শতাংশের আশপাশে। সেই বিচারের এবারের ফলকে 'বিপর্যয়' মনে করছেন অনেকে।

২০২৫ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় পাশের হার ৫৮ দশমিক ৮৩ শতাংশ।

অর্থাৎ এবছর পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ১২ লাখ ৩৫ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪১ দশমিক ১৭ শতাংশ শিক্ষার্থী ফেল করেছেন, সংখ্যার হিসেবে যা পাঁচ লাখের বেশি।

এই বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থীর উত্তীর্ণ হতে না পারার বিষয়টি ঘিরে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

যদিও আন্তঃশিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলছে, শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার খাতায় যতটুকু বা যেরকম লিখেছে, মূল্যালয়ের পর সেটিই প্রতিফলিত হয়েছে গড় রেজাল্টে।

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এর আগে ২০০৫ সালে উচ্চ মাধ্যমিকে গড় পাশের হার ছিল ৫৯ দশমিক ১৬ শতাংশ। এরপর এবারই তার চেয়ে কম পাশ করলো। এবছর পরীক্ষায় অংশ নেওয়া মোট শিক্ষার্থীর তুলনায় জিপিএ-৫ এর সংখ্যায় বেশ কমেছে। বিশেষ করে ২০০৪ সালের ফলাফলের তুলনায় এবছর জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা অর্ধেকেরও কম।

আগের বছরের প্রায় দেড় লাখ জিপিএ ফাইভের বিপরীতে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৬৯ হাজার ৯৭ জন শিক্ষার্থী।

তাহলে গত দুই দশকে উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফলে পাশের হার ও জিপিএ-র সংখ্যা বাড়ার যে ধারা দেখা গিয়েছিল সেখানে ছেদ পড়লো কেন?

এর আগে মাধ্যমিকের ফলাফলেও এমন প্রবণতা দেখা গিয়েছিল।

সে সময় সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল, আওয়ামী লীগ আমলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার খাতা সঠিকভাবে মূল্যায়ন না করে, গ্রেস মার্কিয়ের মাধ্যমে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ভালো ফলাফল দেখানো হতো।

তাহলে এখন কি সঠিকভাবে খাতা মূল্যায়ন করা হচ্ছে?

এমন প্রশ্ন তুলে শিক্ষাবিদ ও গবেষকরা বলছেন, অতীতে বেশি নম্বর দিয়ে ভালো ফলাফল দেখানোর চেষ্টা কিংবা এখন সঠিক মূল্যায়নের দাবি করে ফলাফল খারাপ যেটিই হোক না কেন, এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যা শেখার কথা সেটি তারা কি শিখছে?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিনুর রশিদ বলছেন, ফলাফল খারাপ বা ভালো হওয়ার পেছনে কেবল রাজনৈতিক কারণ খুঁজলেই হবে না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া কতটা হচ্ছে, শিক্ষকরা আসলে ক্লাসে পড়ান কিনা, এগুলোও দেখা দরকার, বলেন তিনি।

এইচএসসির ফলাফল এমন কেনো হলো

এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী পাশ করতে পারেনি। যে সংখ্যা মোট অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীর প্রায় অর্ধেকের মতো।

বোর্ডভিত্তিক ফলাফলে দেখা যায়, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে এ বছরের মোট পাসের হার সবচেয়ে বেশি ৬৪ দশমিক ৬২ শতাংশ। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার সবচেয়ে কম, ৪৮ দশমিক ৮৬ শতাংশ।

এছাড়া বরিশালে ৬২ দশমিক ৫৭, রাজশাহীতে ৫৯ দশমিক ৪০ শতাংশ, দিনাজপুরে ৫৭ দশমিক ৪৯ শতাংশ, চট্টগ্রামে ৫২ দশমিক ৫৭, সিলেটে ৫১ দশমিক ৮৬, ময়মনসিংহে ৫১ দশমিক ৫৪ শতাংশ এবং যশোরে ৫০ দশমিক ২০ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করেছেন।

এবছর এইচএসসি পরীক্ষায় ২০২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষার্থীও পাস করতে পারেনি। উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যাও।

এমন ফলাফলের কারণ কী? কেন এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হলেন?

এর কারণ হিসেবে বারবার শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন, রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা এবং দক্ষ শিক্ষকের ঘাটতিকে দায়ী করছেন কুমিল্লার হোমনা ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক তবারক উল্লাহ।

এছাড়া পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা ও খাতা দেখার ক্ষেত্রে বাড়তি কড়াকড়ি আরোপের প্রভাবও এবারের ফলাফলে পড়েছে বলে মনে করেন এই শিক্ষক।

মি. উল্লাহ বলেন, এবার ইংরেজি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি অকৃতকার্য হওয়ার প্রভাব পড়েছে সার্বিক ফলাফলের ওপর।

মাগুরার বনশ্রী রবীন্দ্র স্মরণী কলেজের শিক্ষক আশিষ কুমার বিশ্বাস অবশ্য মনে করেন, মোবাইলের অতিরিক্ত ব্যবহার এবং এআই নির্ভর সংক্ষিপ্ত বা টোটকা লেখাপড়ার সুযোগ শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার সক্ষমতা ও মনোযোগে ঘাটতি তৈরি করেছে, যা ফেল করার একটি অন্যতম কারণ।

এছাড়া অতীতের মতো পাশ করানোর জন্য গ্রেস মার্ক বা 'সহানুভূতি মার্ক' বন্ধ করে দেওয়ায়ও অনেক শিক্ষার্থী কৃতকার্য হতে পারেননি বলেও মনে করেন তিনি।

তবে চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা তাদের প্রাপ্য নম্বরই পেয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি আর আবরার।

আজ সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, এখন থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা যেটুকু খাতায় লিখবে, তার ভিত্তিতেই নম্বর দেওয়া হবে এবং কাউকে বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেওয়া হবে না।

দেশের শিক্ষার মূল সংকট প্রাথমিক স্তর থেকেই শুরু হয়। সেই ঘাটতি বছরের পর বছর জমা হয়। দীর্ঘদিন আমরা সেই বাস্তবতার মুখোমুখি হইনি। আমরা এমন এক সংস্কৃতি গড়ে তুলেছি যেখানে সংখ্যাই সত্য হয়ে উঠেছে। পাশের হার সেখানে সাফল্যের প্রতীক, আর জিপিএ-৫ এর সংখ্যা তৃপ্তির মানদণ্ড।

ভালো ফলাফল দেখাতে গিয়ে আমরা অজান্তেই শেখার প্রকৃত সংকট আড়াল করেছি। সেই সংস্কৃতির পরিবর্তন চাই। আমি চাই, শিক্ষা ব্যবস্থা আবারও বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করুক, বলেছেন তিনি।

বিপর্যয় নাকি বাস্তবতা?

গত দুই দশকের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০০৫ সালে প্রথমবারের মতো এইচএসসি পরীক্ষায় ৫০ শতাংশের ওপরে ওঠে পাশের হার। ২০০৬ সালের গড় পাশের হার ৬০ শতাংশের কোটা পার করার পর আর কখনই এর নিচে নামেনি।

বিভিন্ন সময় ৭০ থেকে ৮০ শতাংশের মধ্যে ওঠা নামা করলেও করোনাকালীন শতভাগ অটোপাশ এবং এর পরবর্তী সময়ে পাশের গড় হার ছিল ৮৫ ও ৯৫ শতাংশের ঘরে। সবশেষ ২০২৪ সালে গড় পাশের হার ছিল ৭৭ দশমিক ৭৮ শতাংশ।

এবছর এইচএসসির ফলাফল এমন হওয়ার কারণ হিসেবে আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক খন্দোকার এহসানুল কবির বলেন, ওভারমার্কিং করার জন্য কাউকে নির্দেশনা দেওয়া হয়নি, জোর করে বেশি পাশের হার দেখানোর বিষয়ে আগ্রহ ছিল না।

ফলাফল প্রকাশের সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী পাস করল না, এটা তো কাঙ্ক্ষিত নয়। এই বিষয়টিতে আমরা একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছি। তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, গলদ আছে, অবশ্যই গলদ আছে। সেই গলদের জায়গাগুলো ঠিক করতে হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় গলদের কথা বলছেন শিক্ষাবিদ ও গবেষকরাও। তারা বলছেন, শিক্ষা ক্ষেত্রকে রাজনৈতিক সফলতা দেখানোর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করাতেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকটা পিছিয়ে গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আমরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। যা অনেক সময় শিক্ষা বান্ধব হয়েছে কখনো রাজনীতি বান্ধব। রাজনৈতিক ইচ্ছায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করার প্রবণতা আমরা দেখেছি যা শিক্ষার্থীদের নিজেদের যোগ্যতায় ভালো ফল করার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করেছে। তিনি বলেন, এতোদিন যে ফলাফল দেখানো হয়েছে সেটি ছিল রাজনৈতিক। এবারের ফলাফল আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র অনেকাংশে তুলে ধরেছে বলেই মনে করেন মি. খান।

শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিনুর রশিদ। তিনি বলছেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় গলদ আছে কি না আছে সেটি রিসার্চের বিষয়। আমরা এক কথা বলে দেই কিন্তু এভিডেন্স বেজড নয়, এটা তো সমস্যা।

শিক্ষার পলিসিগত পরিবর্তনের কথাও বলছেন তিনি। শুধু রেজাল্টই যথেষ্ট নয়, শিক্ষার্থীদের যা শেখা প্রয়োজন সেটি তারা শিখছে কিনা, যে অ্যাটিটিউড তাদের ডেভেলপ করার কথা সেটি হচ্ছে কিনা এগুলো দেখতে হবে।

কেবল পাস করে সার্টিফিকেট অর্জনের এই শিক্ষা পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসার কথাও বলেন মি. রশিদ।

মিরপুরে গার্মেন্টসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা তদন্তে ফায়ার সার্ভিসের সাত সদস্যের কমিটি গঠন

ঢাকা ঃ ঢাকার মিরপুরে গার্মেন্টস ও রাসায়নিক গুদামে আগুন লাগার ঘটনা তদন্তে সাত সদস্যের কমিটি গঠন করেছে ফায়ার সার্ভিস। বৃহস্পতিবার বাহিনীটির পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. তাজুল ইসলাম চৌধুরীকে প্রধান করে এই কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যদের মধ্যে বুয়েটের রাসায়নিক প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. ইয়াসির আরাফাত খানও রয়েছেন। অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণসহ বিভিন্ন বিষয় তদন্ত শেষে দ্রুত সময়ের মধ্যে তাদেরকে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। এর আগে, গত বুধবার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব লস্কার তাজুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে সাত সদস্যের আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে তাদেরকে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে। গত মঙ্গলবারের ওই আগুনের ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ঘটনার পর থেকে কারখানা ও গোডাউনের মালিকরা পলাতক রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

চট্টগ্রাম ইপিজেডে কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে বেগ পেতে হচ্ছে ঃ ফায়ার সার্ভিস

চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (সিইপিজেড) একটি কারখানায় আগুন লেগেছে। সাততলা ভবনটিতে তোয়ালে তৈরি করা হতো বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা। বৃহস্পতিবার বেলা দুইটার দিকে অগ্নিকাণ্ডের ওই ঘটনা ঘটে। খবরে পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ১৬ ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ করছে। তবে ভেতরে সুতা ও তুলা জাতীয় উপকরণ থাকায় আগুন নেভাতে বেগ পেতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভবনটির পাঁচতলা থেকে ওপরের তিনটি তলায় আগুন লেগেছে। ইতোমধ্যেই কারখানায় কর্মরত দুই ডজন ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা।

তবে কারখানার ভেতরে আর কেউ আটকে পড়েছেন কি-না, তাৎক্ষণিকভাবে সেটা জানাতে পারেননি উদ্ধারকর্মীরা।

কীভাবে আগুন লাগলো, সেটিও এখনও নিশ্চিত করে বলতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা।

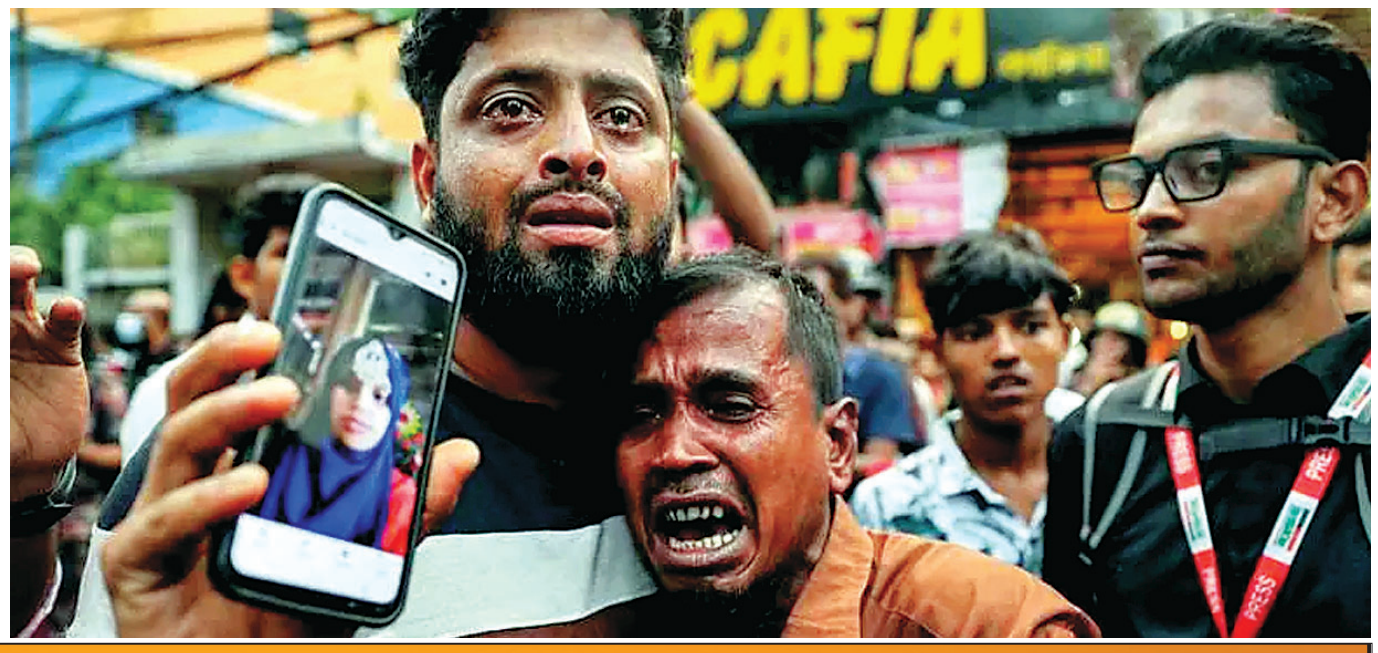

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শুক্রবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
17:10:2025

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

তিনটি দাবি পূরণ না হলে জুলাই সনদে স্বাক্ষর করবে না এনসিপি

ঢাকা : জুলাই সনদে সই করা না করার প্রশ্নে নিজেদের অবস্থান জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি। এই সনদে স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আগের দিনে আজ দলটি সংবাদ সম্মেলন করে এর আইনিভিত্তি দেওয়াসহ তিন দফা দাবি তুলেছে। সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, আইনিভিত্তি ছাড়া সনদে স্বাক্ষর করা 'মূল্যহীন হবে'। সংস্কার প্রক্রিয়া ও জুলাই সনদসহ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে অবস্থান জানাতে দলের অস্থায়ী কার্যালয়ে আজ বৃহস্পতিবার সকালে সংবাদ সম্মেলন করে এনসিপি। সংবাদ সম্মেলনে তারা জুলাই সনদে স্বাক্ষর করার জন্য যে তিনটি দাবি জানিয়েছে, এসব দাবির মধ্যে রয়েছে –এক, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের খসড়া স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আগেই প্রকাশ করতে হবে।জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের খসড়া জনগণের সার্বভৌম অভিপ্রায় অনুসারে সরকার প্রধান হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস জারি করবেন।

চীনে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, ৩০ জন গ্রেফতারের পর আরও দমনপীড়নের শঙ্কা

বেইজিং (তেসা অং) : প্রার্থনা করতে গিয়ে গত সপ্তাহে নিখোঁজ হয়েছিলেন একজন খ্রিষ্টান ধর্মযাজক। এরপরই গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী গ্রেস জিন ড্রেক্সেল চীনে বসবাসকারী তার বাবা, ধর্মযাজক জিন মিংগ্রির কাছ থেকে একটি বার্তা পান। মেয়েকে নিখোঁজ ধর্মযাজকের জন্য প্রার্থনা করতে বলেছিলেন জিন মিংগ্রি। এর কিছুক্ষণ পরেই, আমার মায়ের কাছ থেকে ফোন আসে। মা জানান যে তিনি আমার বাবার সাথে যোগাযোগ করতে পারছেন না, বিবিসিকে বলেন মিজ জিন ড্রেক্সেল।

এ ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার পরিবার বুঝতে পারে যে মি. জিনও ওই ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছেন, যাকে কয়েক দশকের মধ্যে চীনে খ্রিষ্টান ধর্মের মানুষদের সবচেয়ে বড় গ্রেফতার বলে বর্ণনা করা হচ্ছে।

কেউ কেউ এমন আশঙ্কাও করছেন যে, গেল এক সপ্তাহের মধ্যে মি. জিনের প্রতিষ্ঠিত জিওন চার্চ নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত ৩০ জন খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীকে গ্রেফতারের ঘটনা, গোপনভাবে কর্মকাণ্ড চালানো গির্জাগুলোর ওপর আরও ব্যাপক দমন–পীড়নের সূচনা করতে পারে।

এক্ষেত্রে চীনে পাস হওয়া নতুন আইনের দিকে ইঙ্গিত করেছেন অনেকে। বলা হচ্ছে, এই আইন গির্জার গোপন কার্যকলাপ বন্ধ করতে এবং সাম্প্রতিক মাসগুলোতে গির্জার সদস্যদের ওপর কর্তৃপক্ষের চাপ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে।

নাস্তিক চীনা কমিউনিস্ট পার্টি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার পরও, চীনে উল্লেখযোগ্য খ্রিষ্টান জনসংখ্যা রয়েছে। সাম্প্রতিক সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, প্রায় তিন কোটি ৮০ লাখ প্রোটেস্ট্যান্ট এবং প্রায় ৬০ লাখ ক্যাথলিক বসবাস করছেন দেশটিতে। কিন্তু এই পরিসংখ্যানগুলো কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত ক্যাথলিক প্যাট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন এবং প্রোটেস্ট্যান্ট থ্রি–সেল্ফ প্যাট্রিয়টিক মুভমেন্টের সাথে নিবন্ধিত গির্জার সদস্যদের, যারা চীন এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি অনুগত থেকেই কার্যক্রম চালায়।

অধিকার কর্মীদের অনুমান, আরও লাখ লাখ চীনা নাগরিক অনিবন্ধিত গির্জাগুলোতে প্রার্থনা করে, যা হাউস গির্জা নামেও পরিচিত এবং রাষ্ট্র–অনুমোদিত মতাদর্শ অনুসরণ করে না।

বছরের পর বছর ধরে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির চেষ্টা করছে চীনা সরকার। অনেক গির্জাই যাতে প্রভাবিত হয়েছে।

গির্জা ভবনগুলো ভেঙে ফেলার পাশাপাশি জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ক্রুশও সরিয়ে রাখা হয়েছে। সব মিলিয়ে ধর্মীয় নানা কার্যক্রম কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, এমনকি চীনে কিছু খ্রিষ্টান অ্যাপও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

জিওন চার্চের যাজক সান কংকে গ্রেফতার করতে আসা পুলিশ অফিসারদের তার বইগুলো পড়তে দেখা গেছেছবির উৎস,স্ক্রিন ছবির ক্যাপশান,জিওন চার্চের যাজক সান কংকে গ্রেফতার করতে আসা পুলিশ অফিসারদের তার বইগুলো পড়তে দেখা গেছে

২০০৫ সাল এবং পরবর্তীতে ২০১৮ সালে, চীনা সরকার ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ কঠোর করে।

এরপর ২০১৬ সালে, চীনা নেতা শি জিনপিং ধর্মের জাতীয়করণ করারও আহ্বান জানান।

২০১৮ সালের নিয়ম অনুসারে, জায়নের মতো ভূগর্ভস্থ গির্জাগুলো বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, যেখানে জনসমক্ষে উপাসনা করার জন্য সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন ছিল।

অনেকেই প্রকাশ্যে কার্যক্রম বন্ধ করে অনলাইন সেবা চালু করতে বাধ্য হন, অথবা পুরোপুরি বন্ধ করে দেন।

পরবর্তী বছরগুলোতে বেশ কয়েকজন যাজককে গ্রেফতার এবং শাস্তি দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে, আবারও কঠোর হওয়ার বার্তা দিচ্ছে চীনা কর্তৃপক্ষ।

গত মে মাসে, আইনের বাস্তবায়নকে দুর্বল করা এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন কার্যকলাপ ব্যবহার করার অভিযোগে আটক করা হয়েছিল শি'আনের লাইট অফ জিওন চার্চের যাজক গাও কোয়ানফুকে।

পরের মাসে শানসির লিনফেন গোল্ডেন ল্যাম্পস্ট্যান্ড চার্চের বেশ কয়েকজন সদস্যকে জালিয়াতির অভিযোগে বছরের পর বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, যেখানে অধিকার গোষ্ঠীগুলো অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল বলে সমালোচনা হয়।

এরপর সেপ্টেম্বরে, ধর্মীয় কর্মীদের জন্য একটি নতুন অনলাইন আচরণবিধি ঘোষণা করে চীনা কর্তৃপক্ষ, যা শুধুমাত্র লাইসেন্সপ্রাপ্ত গোষ্ঠীগুলোকে অনলাইনে ধর্মোপদেশ পরিচালনার অনুমতি দেয়।

এই পদক্ষেপকে গুপ্তভাবে পরিচালিত গির্জাগুলোর অনলাইন কার্যক্রম সীমিত করার প্রচেষ্টা হিসাবে দেখা হচ্ছে।

মিজ জিন ড্রেক্সেল বলেন, গত কয়েক মাসে, জিওন গির্জার সদস্যরাও পুলিশ অফিসারদের ক্রমবর্ধমান জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছেন।

গত শুক্রবার এবং শনিবার, চীনা কর্তৃপক্ষ বেইজিং এবং সাংহাই সহ কমপক্ষে ১০টি শহরে ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে।

গির্জার তথ্য অনুসারে, গুয়াংজি প্রদেশের বেইহাই শহরে তার প্রধান ঘাঁটি থেকে মি. জিনকে ধরে নিয়ে যাওয়া ছাড়াও অন্যান্য যাজক, নেতা এবং ধর্মসভার সদস্যদেরও গ্রেফতার করা হয়েছে।

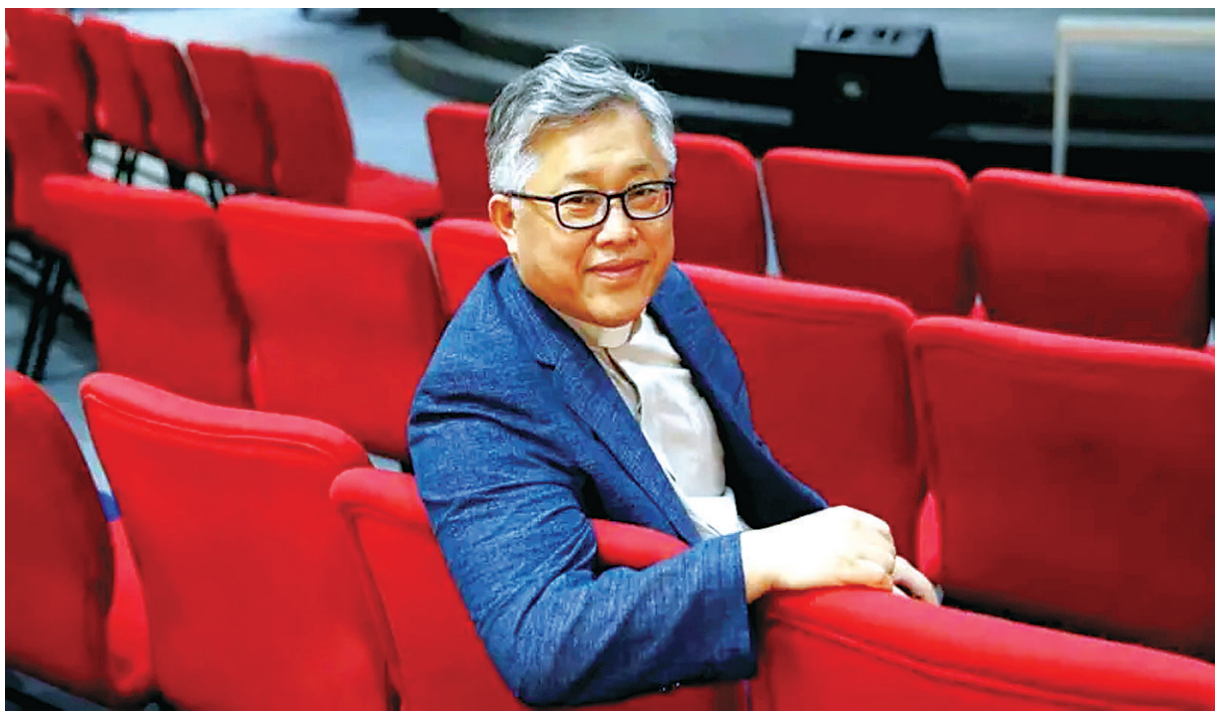

মি. জিনের জন্য বেইহাইয়ের পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরোর জারি করা একটি সরকারি আটক নোটিশের অনুলিপি পেয়েছে বিবিসি।

যেখানে বলা হয়েছে যে, মি. জিন বর্তমানে বেইহাইয়ের দুই নম্বর কারাগারে বন্দী এবং তাকে তথ্য নেটওয়ার্কের অবৈধ ব্যবহার করার অভিযোগে সন্দেহ করা হচ্ছে।

খ্রিষ্টান অ্যাডভোকেসি গ্রুপ লুক অ্যালায়েন্সের প্রতিষ্ঠাতা কোরি জ্যাকসন বলছেন, চীন জুড়ে গ্রেফতারের ঘটনা অভূতপূর্ব।

আমরা ধারণা করছি এটি একটি বৃহত্তর অভিযানের মাত্র শুরু, তিনি বলেন, গোপনে পরিচালিত চীনের অন্যান্য গির্জাও এখন গ্রেফতারের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছে।

আরেকটি খ্রিষ্টান অ্যাডভোকেসি গ্রুপ, ওপেন ডোরস, জানিয়েছে যে গ্রেফতারগুলো তাৎপর্যপূর্ণ।

জিওন চার্চ খুব সুপরিচিত এবং স্পষ্টভাষী ছিল এবং এটি সম্ভবত সংগঠনের এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে কর্তৃপক্ষ তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই এমন সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে, একজন মুখপাত্র বলেছেন।

তিনি সতর্ক করে বলেন যে, চীনের গির্জার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নীতি অব্যাহত থাকবে এবং কর্তৃপক্ষ ভয় দেখানোর কৌশল হিসাবে গির্জার আরও সদস্যদের বিরুদ্ধে জালিয়াতি এবং অর্থনৈতিক অপরাধের অভিযোগও আনতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত জিওন চার্চের একজন যাজক এবং মুখপাত্র শন লং বলেছেন, চীন জুড়ে দ্রুত ধর্মীয় নিপীড়নের একটি নতুন ঢেউ উঠছে অন্যান্য গির্জাগুলোকেও লক্ষ্যবস্তু করা হবে।

প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে লন্ডনে অবস্থিত চীনা দূতাবাসের একজন মুখপাত্র বিবিসিকে বলেন, আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে চীনা নাগরিকরা আইন অনুসারে ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা উপভোগ করেন। তবে, সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীকে ধর্মীয় কার্যকলাপে চীনের আইন ও বিধি মেনে চলতে হবে।

এই সপ্তাহের শুরুতে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বলেছিলেন যে তারা তথাকথিত ধর্মীয় বিষয়গুলোতে চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মার্কিন হস্তক্ষেপের দৃঢ় বিরোধিতা করে।

ভারত, পাকিস্তান ও নেপালের চেয়ে বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম বেশি, এত বাড়ার কারণ কী?

ঢাকা । স্বর্ণের দাম সব দেশেই বাড়ছে তবে পাশের দেশ ভারত, পাকিস্তান ও নেপালের তুলনায় দাম বেশি বাংলাদেশে। দুই বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশে এই ধাতুর মূল্য বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

প্রশ্ন তৈরি হয়েছে– স্বর্ণের বাজারে অস্থিরতার কারণ কী? এর দাম কি কমতে পারে, নাকি আরো বাড়বে? অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশে স্বর্ণের দামে তফাৎ কতটা?

এমন নানা বিষয় ঘুরেফিরে আসছে মানুষের মনে।

ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী, গেল সপ্তাহে বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দাম প্রথমবারের মতো প্রতি ট্রয় আউন্স (৩১.১০ গ্রাম) চার হাজার দুইশ ডলারের ঘরে পৌঁছায়।

মাত্র তিন বছর আগে, অর্থাৎ ২০২২ সালের শুরুতে যা ছিল দুই হাজার ডলারের নিচে। ২০২৩ এর পর থেকে মূল্যবান এই ধাতুর দাম কেবলই উর্ধ্বমুখী হয়েছে।

বিশ্ব বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্বর্ণের দাম বেড়েছে বাংলাদেশেও। বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন বা বাজুস এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথমবারের মতো ২২ ক্যারেট স্বর্ণের দাম লাখের ঘরে পৌঁছায়।

দুই বছরের ব্যবধানে ২০২৫ এর অক্টোবরে হয়েছে দুই লাখের বেশি, যা বর্তমানে ভরি প্রতি দুই লাখ ১৬ হাজার ৩৩৩ টাকা।

খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে স্বর্ণের দাম নিবিড়ভাবে যুক্ত। অর্থাৎ যুদ্ধ কিংবা অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতি তৈরি হলে এর দামে এক ধরনের প্রভাব পড়ে।

আর এ কারণেই করোনার পর, বৈশ্বিক যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে অর্থনৈতিক অস্থিরতা চলমান থাকায় স্বর্ণের দাম আর কমেনি।

তবে আশপাশের দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম বৃদ্ধি পেছনে সরকারের নীতির দুর্বলতা, ডলারের বিপরীতে টাকার মানের পতন এবং ব্যবসায়ীদের মুনাফা করার প্রবণতাকেও দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা।

এদিকে, দাম বেড়েছে বলেই যে ঢালাওভাবে এর চাহিদা কমেছে বিষয়টি এমনও নয়।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, আপদকালীন সম্পদ হওয়ায় অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ব্যক্তিখাতের বড় বিনিয়োগকারিরা স্বর্ণ ক্রয় এবং সংরক্ষণ বাড়িয়ে দেন যা বিশ্বে এই ধাতুর চাহিদা ও প্রাপ্যতার মধ্যে অসামঞ্জস্য পরিস্থিতি তৈরি করে।

তবে এক্ষেত্রে নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষের স্বর্ণ কেনার সুযোগ বা প্রবণতা অনেক কমে আসছে বলেও মনে করেন তারা।

চাহিদা বেশি হলেও স্বর্ণের উৎপাদন অসীম নয়। ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বিশ্বে চার হাজার ৯৪৬ টন স্বর্ণ সরবরাহ করা হয়, গত বছর যা বেড়ে চার হাজার ৯৭৫ টন হয়েছে।

তবে এই সময়ে বৈশ্বিক নানা কারণে স্বর্ণে ব্যপকভাবে বিনিয়োগ বাড়িয়েছে বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ব্যক্তিখাতের বড় বিনিয়োগকারীরা।

২০২২ সালের শেষ দিক থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো সম্মিলিতভাবে প্রতি বছর এক হাজার টনেরও বেশি স্বর্ণ কিনেছে যা ২০১০ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে গড়ে ৪৮১ টন ছিল।

গত বছর শীর্ষস্থানীয় ক্রেতাদের মধ্যে ছিল পোল্যান্ড, তুরস্ক, ভারত, আজারবাইজান ও চীন।

মূলত গ্রহণযোগ্য ও ট্যানজিবল বা বাস্তব সম্পদ হওয়ায় যুদ্ধ, অর্থনৈতিক মন্দাসহ বৈশ্বিক নানা পরিস্থিতি স্বর্ণের বাজারকে সরাসরি প্রভাবিত করে বলেই মনে করেন বিশ্লেষকরা।

তারা বলছেন, করোনা মহামারির পর থেকে বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাতে নিরাপদ বিনিয়োগের মাধ্যম হয়ে ওঠে স্বর্ণ। এরপর রাশিয়া–ইউক্রেনসহ বৈশ্বিক বিভিন্ন যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণেও অন্য খাতের তুলনায় স্বর্ণে বিনিয়োগ বেড়েছে।

এর আগেও ২০০৮–০৯ সালে স্বর্ণের দাম অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বৈশ্বিক আর্থিক মন্দা, আরব বিশ্বের রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ নানা কারণে ২০১১ সালে স্বর্ণের দাম প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে আউন্স প্রতি এক হাজার ৯১৭ ডলার হয়েছিল, বাংলাদেশে যা ছিল ৪৮ হাজার টাকা প্রতি ভরি।

সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিভিন্ন দেশে সম্পূরক শুল্ক আরোপের পর থেকে বিশ্বব্যাপী যে বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু হয়েছে তার ফলে পরিস্থিতি আরও বিরূপ হয়েছে বলেই মনে করেন বিশ্লেষকরা।

এক্ষেত্রে বৈশ্বিক মুদ্রা হিসেবে ডলারের শক্তি কমাও একটি বড় কারণ।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ হিসেবে ডলার সংরক্ষণে এতদিন অনেক বেশি গুরুত্ব দিলেও বর্তমানে একক মুদ্রার ওপর নির্ভর করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ায় রিজার্ভ হিসেবে স্বর্ণের সংরক্ষণ বাড়িয়েছে।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ বা সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, গ্লোবাল ইকোনমিতে যে ভোলাটিলিটি (অস্থিরতা) দেখা যাচ্ছে তাতে অনেক দেশ বা ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগকারী ডলার না রেখে ট্যানজিবল অ্যাসেট (ধরা–ছোঁয়া যায় এমন সম্পদ) রাখতে চাচ্ছে বলেই গোল্ডের ওপর চাপ বাড়ছে।

বাংলাদেশের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের দামে পার্থক্য

বিশ্বের প্রতিটি দেশে স্বর্ণের দাম ভিন্ন হয়, কারণ দাম নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট দেশের শুল্ক একটি বড় ভূমিকা পালন করে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং আমদানি ব্যয়ে সামঞ্জস্য রাখতে অনেক দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বর্ণ আমদানিকে উৎসাহিত করে না। তবে, আপদকালীন সম্পদ হিসেবে স্বর্ণ ঠিকই রিজার্ভ করে দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

বৈধ পথে স্বর্ণ আমদানিতে উৎসাহিত করতে বাংলাদেশে ২০১৮ সালে স্বর্ণ নীতিমালা করে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দিয়েছিল সরকার। কিন্তু তাতে তেমন সাড়া মেলেনি।

তবে ব্যাগেজ বিধিমালা অনুযায়ী, বিদেশ থেকে একজন যাত্রী বছরে মোট ১০০ গ্রাম ওজনের স্বর্ণের গয়না বিনা শুল্কে আনতে পারেন।

এছাড়া বছরে একবার ১১৭ গ্রাম ওজনের একটি মাত্র স্বর্ণের বার আনতে পারবেন একজন যাত্রী। তবে এক্ষেত্রে প্রতি ভরিতে (১ ভরি ১১.৬৬ গ্রাম) পাঁচ হাজার টাকা শুল্ক দিতে হবে।

একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বর্ণ রিজার্ভের পরিমাণ এবং মার্কিন ডলারের বিপরীতে সেই দেশের মুদ্রা কতটা শক্তিশালী তাও স্বর্ণের দামকে প্রভাবিত করে।

ব্যবসায়িক ওয়েবসাইট ফোর্বসের মতে, বাহরাইন, কুয়েত, মালয়েশিয়া, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর, দুবাই, আমেরিকা এবং পেরুতে অন্যান্য দেশের তুলনায় স্বর্ণ সস্তায় পাওয়া যায়।

তবে বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি বলেই অভিযোগ রয়েছে। এমনকি ভারত, পাকিস্তানের মতো দেশগুলোর থেকেও সংখ্যাটি অতিরিক্ত। যদিও এটি সঠিক নয় বলে দাবি এই খাতের ব্যবসায়ীদের।

ওয়ার্ল গোল্ড কাউন্সিলের (স্বর্ণের বাজার মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান যার সদস্য ৩১টি স্বর্ণ খননকারী কোম্পানি) ওয়েবসাইটে ১৫ই অক্টোবর সন্ধ্যার তথ্য অনুযায়ী, বিশ্ব বাজারে প্রতি গ্রাম (১১.৬৬ গ্রাম ১ ভরি) স্বর্ণের মূল্য ১৩৪.৯৬ মার্কিন ডলার বা ১৬ হাজার ৪২৫ টাকা।

একই সময়ে, ভারতে ২২ ক্যারেট স্বর্ণ প্রতি গ্রামের দাম ১৩৪.৭০ মার্কিন ডলার, পাকিস্তানে ১৩৬.৯৪ মার্কিন ডলার, নেপালে ১২৫.০৫ মার্কিন ডলার, মালয়েশিয়ায় ১৩১.১৪ মার্কিন ডলার, সৌদি আরবে ১২৬.৯১ ডলার এবং কাতারে ১২৭.৯৭ ডলার।

এই সব দেশের বিপরীতে বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম অনেকটাই বেশি। বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন বা বাজুসের দেওয়া সবশেষ তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশে ২২ ক্যারেটের প্রতি গ্রাম স্বর্ণের দাম ১৫২.৩৯ ডলার বা ১৮ হাজার ৫৪৭ টাকা।

যদিও এই খাতের ব্যবসায়ীরা বলছেন, আমদানির সুযোগ না থাকায় অনানুষ্ঠানিক খাত থেকে স্বর্ণ ক্রয়, ডলারের বিপরীতে টাকার অবনমনসহ নানা বিষয়ের ওপর নির্ভর করেই স্বর্ণের দাম নির্ধারণ করা হয়।

বাজুসের সহ–সভাপতি মাসুদুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলছেন, সরকার যদি স্বর্ণ আমদানি করতো বা সেন্ট্রাল ব্যাংক যদি আমাদেরকে গোল্ড দিত তাহলে স্বর্ণের বাজার আরও নিয়ন্ত্রিত থাকতো। আমাদের দেশ চলে রিসাইকেল গোল্ডের ওপর, এ কারণেই হয়তো একটু ঊনিশ–বিশ হতে পারে, বলেন তিনি।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, বর্তমানে লাগেজের আওতায় এক ভরি স্বর্ণ আনলে সরকারকে যে শুল্ক দিতে হয়, বৈধ পথে স্বর্ণ আমদানি করলে তার তুলনায় অনেক বেশি শুল্ক পরিশোধ করতে হয়। এছাড়া আমলাতান্ত্রিক জটিলতাকেও দায়ী করছেন তারা।

স্বর্ণের দাম কি কমতে পারে?

বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় স্বর্ণে বিনিয়োগ কতটা নিরাপদ বা ঝুঁকিপূর্ণ এমন আলোচনা থেকেই সামনে আসছে দাম কমার প্রশ্নটি। স্বর্ণের বাজারে ধারাবাহিক অস্থিরতার কারণে এ বিষয়ে সঠিক পর্যালোচনা দেওয়া বেশ কঠিন বলেই দাবি করেন বিশেষজ্ঞরা।

তারা বলছেন, বিশ্ব অর্থনীতি ও যুদ্ধ পরিস্থিতিসহ নানা বিষয়ের ওপর স্বর্ণের বাজার নির্ভর করে। তাই বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে এ নিয়ে মন্তব্য করা বেশ কঠিন। তবে অতীত অভিজ্ঞতা এবং বাজার প্রবণতা বিবেচনায় এর দাম আগামী কয়েক বছরে কমার সম্ভাবনা নেই বরং আরো বাড়তে পারে বলেই মনে করেন এই খাতের ব্যবসায়ীরা।

বাজুসের সহ–সভাপতি মাসুদুর রহমান বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিদ্ধান্ত, ট্রাম্পের বাণিজ্য যুদ্ধ এবং বৈশ্বিক মুদ্রা হিসেবে ডলারের অবনমনসহ নানা কারণে স্বর্ণের দাম সহসা কমছে না। তিনি বলেন, জিও পলিটিকাল টেনশন যদি না কমে , যুদ্ধ চলমান থাকে, আমেরিকার ট্যারিফ যুদ্ধ বন্ধ না তাহলে ইমিডিয়েট গোল্ডের দামও কমে যাবে এর সুযোগ নাই।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক বিনিয়োগ ব্যাংক ও আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গোল্ডম্যান স্যাকস এক পূর্বাভাসে বলেছে, ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে প্রতি আউন্স স্বর্ণের দাম চার হাজার ৯০০ ডলারে পৌঁছাতে পারে। যা বর্তমানে চার হাজার ২০০ ডলারের আশপাশে।

অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলছেন, স্বর্ণের দামের সঙ্গে অনিশ্চয়তার একটা সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়া ব্যাংকিং সুদের হারের ওপরও এটি নির্ভর করে।

তিনি বলছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক স্বচ্ছতা ও বৈশ্বিক অর্থনীতিতে তাদের অবস্থানের কারণে, আগে বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো রিজার্ভের ক্ষেত্রে ডলারকে অনেক প্রাধান্য দিত, সবাই ডলারকেই নিরাপদ জায়গা হিসেবে মনে করতো। কিন্তু ইদানিং বিভিন্ন পপুলার কারেন্সির বাইরে রিজার্ভ কারেন্সি হিসেবে গোল্ডের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে।

স্বর্ণের দাম আরও বাড়তে পারে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে মি. হোসেন বলছেন, এগুলো এত ভোলাটাইল (অস্থির) যে এটা বলা কঠিন। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত এবং ডলারের সুদের হারের ওপর এগুলো অনেকটা নির্ভর করে।

বাংলাদেশে স্বর্ণের বাড়তি দাম প্রসঙ্গে এই অর্থনীতিবিদ বলেন, যেসব দেশে স্বর্ণ উৎপাদন হয় এবং সরকারিভাবে আমদানির সুযোগ রয়েছে সেসব দেশের সঙ্গে মিল থাকবে না এটা স্বাভাবিক।

তবে বাজারের ওপর কেবল ব্যবসায়িদের নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতি অনেকটা ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলো। এক্ষেত্রে স্বর্ণ চোরাচালানের সুযোগও তৈরি হচ্ছে বলে মনে করে মি. হোসেন।